NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভূত চতুর্দশীই, ব্রাজিল আর মেক্সিকোতে তা 'দিয়া দে লস মুয়েরতস'

মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বনগাঁয় বাড়ি ও রাইস মিলে হানা দিল ইডি ৫

কলকাতা ৫ নভেম্বর ২০২৩ ১৮ কার্তিক ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.11.2023, Vol.17, Issue No. 143, 8 Pages, Price 3.00

রেশন দুর্নীতি: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি অভিযান ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতির তদন্তে প্রায় দশ ঘণ্টা রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জোর তল্লাশি চালায় ইডি। এদিন সকাল ৬টা নাগাদ বনগাঁর কালুপুরের রাধাকৃষ্ণ ফ্লাওয়ার মিলে হানা দেয় ইডি। ওই মিলের মালিক মন্টু সাহা এবং কালীদাস সাহা। বিকেল ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের করা হয় তাঁকে। নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর আটাকলে।

ইডি সূত্রে খবর, মন্টু সাহা এবং কালীদাস সাহার আটাকলের পাশাপাশি হোটেলও রয়েছে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের রাধাকানাইয়া হোটেলে এদিন হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ওই হোটেলের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। ওই কর্মীই জানান, এই হোটেলের ডিরেক্টর মন্টু সাহা ও কালীদাস সাহা। এই হোটেল কবে কেনা হয়েছিল, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি আসতেন কিনা, হোটেলে কী কী কাজ হত, এই সমস্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই কর্মীকে। হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নদিয়ায় পৃথক দুটি রেশন ডিলার ও চালকলের মালিকের বাড়িতেও হানা দেয় ইডি। রানাঘাট পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের রেশন ডিলার সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের চালকল মালিক নিতাই ঘোষের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে চলে তল্লাশি।

এছাড়া হরিণঘাটার নগরউখড়ায় জয়বাবা লোকনাথ রাইস মিলে হানা দেয় ইডি। যার মালিক ব্যবসায়ী বিনয় দেবনাথ। ব্যবসায়ীর মা গিরিবালা। তাই চালকলের দরজায় গিরিবালা অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট এবং জয়বাবা লোকনাথ এই দুটি নামই লেখা রয়েছে। শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ৫জন আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাঁচ জওয়ানকে নিয়ে দুটি গাড়ি সেখানে পৌঁছয়।

চালকলের পিছনে বিনয় দেবনাথের বাড়িতেও ইডির আধিকারিকেরা তল্লাশি চালান। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু শর্মার দাবি, ছোট থেকেই বিনয় দেবনাথকে চেনেন তিনি। প্রথম জীবনে সুতোর ব্যবসা করতেন। তার পরেই পোলট্রি ফার্ম খোলেন। এর পর একের পর এক চালকল খোলেন। গোয়ালডোবে চালকল এবং মহাদেবপুরে নার্সারি রয়েছে তাঁর। বনগাঁ, নদিয়ার পাশাপাশি হাওড়ার উলুবেড়িয়া এবং ডোমজুড়ে হানা দেয় ইডি। তিনটি গাড়িতে চেপে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরে অঙ্কিত চালকলে হানা দেয়। সূত্রের খবর, ইডি আধিকারিকরা ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা এই চালকলে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদও করে। এছাড়া কলকাতার বালিগঞ্জ এবং এজেসি বোস রোডের একটি সংস্থাতেও তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি বালু ঘনিষ্ঠ তথা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক তাপস বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির খড়দা রহড়ার বাড়িতে হানা দেন ইডির তদন্তকারীরা।

ম্যাচ দেখতে রাজভবনে জনতা স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে হাই ভোল্টেজ ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সুযোগ করে দিতে রাজভবন সাধারণ মানুষের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। রবিবার ৫০০ জন মানুষ 'আগে এলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে রাজভবনের লনে বসে বড় স্ক্রিনে খেলা দেখার সুযোগ পাবেন বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাধ্যের মধ্যে দামে মানুষ আগামীকাল ম্যাচের টিকিট পাচ্ছেন না এই মর্মে বহু অভিযোগ আসায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজভবনে জনতা ক্রিকেট স্টেডিয়াম খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ রাজভবনের লনে বসে বড় স্ক্রিনে খেলা দেখার সুযোগ পান। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য aamne-saamne.rajbhavankolkata@gmail.com এ মেল পাঠিয়ে আবেদন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। রবিবার ১২টা নাগাদ রাজভবনের খুলবে। যে আগে পৌঁছবে সেই ভিতরে ঢুকতে পারবেন খেলা দেখার জন্য।

নেপালে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১৫৭ ছাড়িয়ে গেল

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির

কাঠমাণ্ডু, ৪ নভেম্বর: ২০১৫ সালের ভয়ানক স্মৃতি উস্কে শুক্রবার গভীর রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫৭ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যাও ১৯০ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। নেপালের ভূকম্পনের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, তার প্রভাবে কেঁপে উঠেছিল সুদূর দিল্লির মাটিও। বেশ কিছু ক্ষণ ধরে টের পাওয়া গিয়েছিল কম্পন। এছাড়াও ভূমিকম্পের কারণে এনসিআর, অযোধ্যা-সহ উত্তর ভারতের বড় অংশের মাটিতে কম্পন অনুভূত হয়েছিল। লখনউ এবং বিহারেরও বেশ কিছু জায়গার মাটি কেঁপে ওঠে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কেঁপে ওঠে দিল্লি-এনসিআর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল নেপাল। কম্পনের কেন্দ্র মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার নীচে ছিল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। কম্পনের ফলে নেপাল এবং ভারতের প্রভাবিত এলাকার বহু মানুষ আতঙ্কে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। নেপালের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ভূমিকম্প আঘাত হানার কিছু ক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকটি

বাড়ি তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ে। বহু বাড়িতে চওড়া চওড়া ফাটল ধরেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল ভূমিকম্পের কারণে মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির জন্য শোকপ্রকাশ করেছেন। নেপালের ভূমিকম্প নিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'নেপালে হওয়া ভূমিকম্পের কারণে প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে গভীরভাবে শোকাহত। নেপালের জনগণের পাশে আছে ভারত। নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত ভারত। স্বজনহারা পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই কামনা করছি।'

আজ মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবার নজর ছিল ৫ নভেম্বরের ম্যাচে। আর আজ ইডেন গার্ডেন্সে পয়েন্ট টেবিলের এক ও দুই নম্বর দল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা এক অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে। এবারের বিশ্বকাপে এখনও অবধি অপরাজিত ভারত। মেন ইন ব্লু অশ্বমেধের ঘোড়া কি থামাবে প্রোটিয়ারা এই জল্পনা চলছেই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। আজকের ম্যাচেই 'স্টেজ রিহার্সাল' হয়ে যাবে কি না তা জানতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।

আরও ৫ বছর ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেবে কেন্দ্রের সরকার

রায়পুর, ৪ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর। আগামী সপ্তাহে বিধানসভা ভোট ছত্তিশগড়ে। তার আগে শনিবার সে রাজ্যে প্রচারে গিয়ে বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী পাঁচ বছর ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। প্রচারসভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে মোদি বলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিজেপি সরকার দেশের ৮০ কোটির বেশি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রকল্প আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দেবে। মানুষের ভালবাসা এবং আশীর্বাদ সব সময় আমাকে পবিত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি দেয়।' প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে কোভিড মহামারির সময় 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (পিএমজিকেএওয়াই)' প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। যার অধীনে সরকার দেশবাসীকে ৫ কেজি পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করার ঘোষণা করেছিল। এদিকে, শুক্রবারেই রায়পুরের এক জনসভায় ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির ইস্তাহার প্রকাশ্যে এনেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নাম দেওয়া হয়েছে 'মোদি কি গ্যারান্টি ২০২৩'। সেই ইস্তাহারে অন্য অনেক প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প, রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি এবং রাজ্যের দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে অযোধ্যার রামমন্দির পরিদর্শন করানোর প্রতিশ্রুতিও। এর পর শনিবার প্রধানমন্ত্রীও ছত্তিশগড়ে গিয়ে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ঘোষণা করলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের দাবি, বিধানসভার পাশাপাশি, আসন্ন লোকসভার কথা মাথায় রেখেই মোদির এই ঘোষণা।

দুর্ঘটনায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্কুটি নিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা। দুর্ঘটনায় আহত তিন স্কুটি আরোহী যুবক। শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাসুদেবপুর মোড় থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে স্কুটিতে চেপে মথুরাপুরের দিকে যাচ্ছিল তিন যুবক।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিটি মথুরাপুরের কাছে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে।

বাসুদেবপুর থানার পুলিশ পৌঁছে তিন জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় আহত তিন যুবক সাগর ঘোষ (২০), দীপ রায় (২২) ও দীপঙ্কর সাহা (২০)।

এরা তিনজনেই জগদ্দল থানা এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বেশি দামে এবার পেঁয়াজ বিক্রি করলেই কঠোর শাস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পেঁয়াজের দামেই চোখে জল মধ্যবিত্তর। রান্নার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পেঁয়াজ। কিন্তু সব বাজারেই চড়া দামে বিকোচ্ছে। কলকাতার বিভিন্ন বাজারে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে পেঁয়াজের দাম। পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণের রাজ্য সরকারের গঠিত টাস্ক ফোর্স শহরের বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালাচ্ছে। পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার টাস্কফোর্সের সদস্যরা শনিবার বাগমারি ও মানিকতলা বাজারে হানা দেন। পেঁয়াজ-সহ অন্যান্য শাকসবজির দাম খতিয়ে দেখেন তারা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বাজারের বিক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। এবার দেওয়া হল এক কড়া বার্তা। বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করলে কঠোর শাস্তি হতে পারে।

টাস্কফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে জানান, বেআইনিভাবে বেশি দামে পেঁয়াজ বিক্রি করলে শাস্তি অপরিহার্য। আরও জানা গিয়েছে, এই ধরনের বেআইনি কাজ ধরা পড়লে বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। এমনকী, আইনগতভাবেও কড়া শাস্তি হতে পারে।

এদিকে নাসিক থেকে আসা পেঁয়াজ বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দামে সরবরাহ করার জন্য রাজ্যে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে বলে অভিযোগ জানিয়ে টাস্ক ফোর্স রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। টাস্ক ফোর্সের অভিযোগ, কো অপারেটিভ-এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পেঁয়াজ কিনে নিয়েছে। সেই পেঁয়াজ দিল্লির পাইকারি বাজারে ৩০ টাকা দরে বিক্রি করলেও পশ্চিমবঙ্গে ৫০ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে। তবে সূত্রের খবর, এরই মাঝে একটি মেসেজের জেরে নাকি পেঁয়াজের দাম অনেকটাই কমেছে। সূত্রের খবর, নাসিকের ব্যবসায়ীদের কাছে একটি মেসেজ পৌঁছে গিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, '৯ থেকে ১৮ নভেম্বর দীপাবলি উপলক্ষে বাজার বন্ধ থাকবে।' এরপরই একলাফে দাম কমেছে পেঁয়াজের। এদিকে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে উৎপাদিত সুখ সাগর পেঁয়াজ বাজারে চলে আসবে বলে টাস্ক ফোর্সের তরফে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি থেকে সাধারণ মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে শনিবার থেকে রাজ্য সরকারের সুফল বাংলা স্টলগুলিতে সুলভ মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জেলার মোট ৪৭৮ টি সুফল বাংলার স্টল থেকে ৫৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করা শুরু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

জনপ্রতিনিধিদের কাজ মানুষের সেবা করা, বললেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'জনপ্রতিনিধিদের কাজ মানুষের সেবা করা। মানুষের জন্য কাজ করা।' শনিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর নোনা বারোয়ারি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হয়ে মানুষের জন্য কাজ করব না, এটা হতে পারে না। জনপ্রতিনিধিদের কাজ হচ্ছে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন করা।' সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস, স্থানীয় কাউন্সিলর শুভ্রকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন শ্যামনগর রবীন্দ্রপল্লী বিনা স্মৃতি সবুজ সংঘ পুজো কমিটির

উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানেও হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং-সহ ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার প্রমুখ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Manik Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gouranga Chandra Saha & Gauranga Saha of 2 No. Rabindranagar, Kulihanda, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

ভুল সংশোধন

গত 20-10-2023 তাং একদিন পত্রিকায় যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ভুল বসত স্বামী চন্দ্র দাস ছাপা হয়েছিল এটা হবে স্বামী-কৃষ্ণচন্দ্র দাস।

Tender

Sealed Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIT NO. 08/CGP/23, Dated-02.11.2023,** Last date of application **07.11.2023 up to 4pm.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই নভেম্বর । ১৮ ই কার্তিক, রবিবার । দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী শনির মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে ধন লাভ নিশ্চিত ।বাণিজ্যের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন বা যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবসা করেন তাদের শুভ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে রয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী সহ সুন্দর অবস্থান ।ভগবান শ্রী গনেশ জী চরণে দুর্বা দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য এবং বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল, অতীব শুভ দিন, ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যারা লেখালেখি করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহায়তা লাভ ।প্রবীন নাগরিকের শরীর সুস্থতার দিকে । মহাশক্তি মা কলী মন্ত্র উচ্চারণ শুভ।

মিথুন রাশি : নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিনটি শুভ যাবে ।পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাদ ছিল আজ তা মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। আজ নতুন এক সম্ভাবনাময় দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।ভগবান শিবের চরণে বেলপাতা প্রদান।

কর্কট রাশি : পুরাতন বন্ধু বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। পরিবারের সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ছিল, তা সমস্যা সমাধানের দিকে যাবে। কোন আইনের লড়াইয়ে আপনি প্রবীণ মানুষের সহায়তা পাবেন ।সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি যোগ ।যদি ইমারতীর দ্রব্য বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তবে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন

সিংহ রাশি : যারা কর্মের অনুসন্ধানে আছেন তাদের আজকের দিনটি শুভ নয় ।ব্যাংক ইন্সুরেন্সে দৌড়াদৌড়ি হবে, ছুটোছুটি হবে কিন্তু কাজটি না হওয়ার যোগ। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে যে পাকা কথা হওয়ার ছিল তা বাধা পড়বে। সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে, ভগবান শ্রী নারায়ন দেবের চরণে ১০৮ তুলসী দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভ যোগাযোগ হবে। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহবধূ ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতীব শুভ দিন। বিবাদের আশঙ্কা আছে তবে ধৈর্য সহ কথা শুনলে, বিবাদের আশঙ্কা নেই। যারা বস্ত্রের ব্যবসায়ী তাদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীপত্র দিয়ে পূজা পাঠ করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে, পুরাতন বান্ধবের থেকে। আজ সতর্ক থাকতে হবে, বাণিজ্য বিষয়ে। যে মানুষটি কথা দিয়েছিলেন নতুন কিছু শুরু করার সেই বিষয় কোন বাধা পড়বে। কোন কিছু না পড়ে সই করা যাবে না। বিদ্যার্থীরা ধৈর্য ধরো, শুভ দিন আসন্ন। যারা ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাদের ধৈর্য ধরা শুভ। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে দূর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। প্রবীণ দ্বারা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি প্রবল সম্ভাবনা। যারা বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন, তাদের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা । মা দুর্গার চরণে নারিকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : শুভদিন। যে বান্ধবের দ্বারা কাজটি হওয়ার কথা ছিল ,আজ তা সম্পূর্ণ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছোট ভাই বা পরিবারে কনিষ্ঠ স্বজন দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তা পালন করার জন্য অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরনে লাল পুষ্প দান করুন।

মকর রাশি :যারা গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা করেন, তাদের শুভ দিন। যারা গাড়ি কেনা বেচা করেন তাদেরও শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ দিন। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সহায়তা লাভ অনাত্মীয় সুনাম বৃদ্ধি।

কুম্ভ রাশি :সামান্য তর্ক-বিতর্ক হবে। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হলে এই বিতর্ক দানা বাঁধবে না। এক বান্ধবীর দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য প্রয়োজন। যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের আজ রিস্ক না নেওয়া শুভ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : এগিয়ে চলুন, এক নতুন সংযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাড়ির সম্পত্তি ভূমি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য শুভ দিন। সন্তানের কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধৈর্য ধরুন আগামীতেও শুভ ফল পাবেন। ভগবান গনেশ জী চরণে দূর্বা দিন, হলুদ রঙের লাড্ডু প্রসাদ রূপে দিন ভালো হবে।

(আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী র ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করছে মেট্রো রেলওয়ে। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার টালিগঞ্জের মেট্রো রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। অনেক শিশু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার থিম ছিল 'দুর্নীতিকে না বলুন, জাতির কাছে দায়বদ্ধ থাকুন।' শিশুরা তাদের আঁকার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

শিক্ষা সম্মেলন নেই রাজ্যপাল নিযুক্ত উপাচার্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে হওয়া শিক্ষা সম্মেলনে ডাকা হল না রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রাজ্যপাল নিযুক্ত উপাচার্যদের। তবে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন রেজিস্ট্রারেরা, যাঁরা প্রায় সকলেই রাজ্যের অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত। শুধু তা-ই নয়, বৈঠকে উপাচার্যদের না-ডাকার প্রসঙ্গে তাঁদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলেও কটাক্ষ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের কথা উল্লেখ করে ব্রাত্য জানান, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যে প্রক্রিয়ায় উপাচার্যদের নিয়োগ করেছেন, তাকে 'বেআইনি' বলে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আগামী ২১ এবং ২২ নভেম্বর বসছে সপ্তম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর। তার আগে একটি বণিকসভার সহায়তায় শুক্রবার একটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেছিল শিক্ষা দফতর। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দেশ-বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে এই সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'এডুকেশন সিম্পোসিয়াম'। এই বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীকে উপাচার্যদের আমন্ত্রণ না-জানানো নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। ব্রাত্য বলেন, 'ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের আচার্য তথা রাজ্যপাল যে ভাবে নিয়োগ করেছেন, সেটা বেআইনি।'

রেশন দুর্নীতির তদন্তে হাওড়াতে নামী কোম্পানির গোডাউনে হানা দিল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রেশন দুর্নীতির তদন্ত সূত্রে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত জালান-৩ নম্বর গেট, ৫ নম্বর গলিতে শুক্রবার গভীর রাতে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। রাত্রি ২ টা নাগাদ অঙ্কিত নামের একটি ব্রান্ডের আটা, ময়দা প্রস্তুতকারক কোম্পানির গোডাউনে হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। ছয় থেকে সাত জনের ইডির আধিকারিক এর দল ওই কোম্পানির গোডাউনে যায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা গোডাউনে তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা, সূত্রের খবর। এরপর দুপুর ৩ টে নাগাদ আর একটি ইডি আধিকারিকের দল উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়া শ্রীরামপুরে ওই অঙ্কিত রাইস মিলে ইডির আধিকারিকরা হানা দেয়। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চলে।

রাজ্যের রেশন দুর্নীতির তদন্তের সূত্রেই এই তল্লাশি অভিযান বলেই ইডি সূত্রে খবর। শনিবার হাওড়ার পাশপাশি নদিয়া ও সল্টলেকেও অভিযান চালায় ইডির আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য গত মাসের ২৬ তারিখের পর চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার আবার হাওড়াতে হানা দেয় ইডির দল। ওই দিন মধ্য হাওড়ার ব্যাটরা থানার অন্তর্গত রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেণের শান্তি কুঞ্জ আবাসনের সি ব্লক এ পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মনোজ কুমার মানহত-এর বাড়িতে ইডির আধিকারিকরা হানা দেয়। মণীশ কোঠারি ঘনিষ্ঠ মনোজের বাড়িতে হানা দিয়ে তল্লাশিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আধিকারিকরা সংগ্রহ করেন বলেই ইডি সূত্রের খবর।

চুরানব্বই শিক্ষকের চাকরি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাতিল ৯৪ শিক্ষকের চাকরি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শিক্ষকদের চাকরি বাতিল করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। চাকরিহারা সকলেই মানিক ভট্টাচার্যের আমলে নিযুক্ত। অভিযোগ, পরীক্ষা পাশ না করেও প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন তাঁরা। এ ব্যাপারে হাইকোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল। এবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নির্দেশ দিল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে। হাইকোর্টের নির্দেশে ৯৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল হল এবার।

সার্ভে পার্ক কালীমন্দিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীশ্রী কালীপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষে দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুর জোড়া ব্রিজের নিকট সার্ভে পার্ক কালীমন্দিরে শনিবার ১১ নভেম্বর পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব বিরচিত নাটক 'শিব বিবাহ' অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংসদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত হবে। পরিচালনা এবং মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

ইডেনে ম্যাচ নিয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা, বেটিং-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডেনে বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ আজ, রবিবার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই ম্যাচ এর আগে ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে তুঙ্গে রয়েছে উৎসাহ আর উত্তেজনা টিকিট নিয়ে প্রথম থেকেই হাহাকার তৈরি হয়েছিল। কালোবাজারির অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে ইডেন চত্বর। উঠেছে বেটিংয়ের অভিযোগও। ক্রিকেটপ্রেমীরা কয়েকদিন ধরেই বিক্ষোভ করেন ইডেনের সামনে। টিকিট কালোবাজারি নিয়ে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মোট ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয় ৯৪টি টিকিট। এরই মধ্যে শহরে এসে গিয়েছে দুই দল। শনিবার অনুশীলনে নামে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়েও আটসাঁট ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশের।

রবিবার ইডেনে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না হয়, তা নিয়ে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হচ্ছে ইডেনে। সকাল থেকে থাকবেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সন্দেহজনক ব্যক্তি ও কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতে প্রচুর সংখ্যায় সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। মাঠে দর্শকদের প্ল্যাকার্ড, পোস্টারের উপরেও নজর রাখা হবে। পাশাপাশি ম্যাচের আগে যাতে কোনও ভাবে কালোবাজারির টিকিট বিক্রি না হয়, তা নিয়েও সতর্ক থাকছে পুলিশ। সকাল সাড়ে নয়টার পর থেকেই ইডেন সংলগ্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এদিকে ইচ্ছা থাকলেও টিকিটের অভাব বা চড়া দামের কারণে যেসব ক্রিকেট ভক্ত কালকের ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে পারেনি তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে রাজভবন। রাজভবনের লনে বসেই খেলা দেখতে পারবেন ওই সব ক্রিকেট ভক্তরা।

সিআইডি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে আর্থিক প্রতারণা! ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিআইডি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল। কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন অভিযুক্ত। মামার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জ এলাকায়। মামার বাড়িতেই বড় হয়েছেন ওই ব্যক্তি। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

ধৃতের কাছ থেকে একাধিক ভুয়ো সিআইডির কার্ড উদ্ধার হয়েছে। এই আইকার্ড দেখিয়ে নিজেকে পরিচয় দিতেন সিআইডি আধিকারিক হিসাবে। একাধিক ব্যক্তিকে চাকরিও করে দেবেন বলেছিলেন বলে অভিযোগ। তার জন্য কারও থেকে ২ হাজার টাকা, কারও থেকে ৪ হাজার টাকাও নেন। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। সঙ্গে এও জানা গেছে, একাধিক ব্যক্তিকে লালবাজার-সহ পুলিশের বিভিন্ন দফতরে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। আর এই কারণে ৫ জনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকাও নেন বলে অভিযোগ। টাকা দিলেও পাননি চাকরি। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মহেশতলা থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ওই ব্যক্তি।

মহেশতলার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানান, অভিযুক্ত এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, চাকরি দেবে। ২৫ হাজার টাকা মাইনে। তার জন্য ৪ হাজার টাকা অগ্রিমও নেয়। আবার কাউকে আবগারি বিভাগে চাকরি দেবে বলে ৫-৬ জনের কাছ থেকে টাকা নেয়। কিন্তু কেউই চাকরি পাইনি।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের হাতে খুন বিজেপি নেতা!

রায়পুর, ৪ নভেম্বর: ভোটের মুখে মাওবাদীদের হাতে খুন হলেন ছত্তিশগড়ের এক বিজেপি নেতা। তিন দিন পরেই রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে গেরুয়া নেতার হত্যাকাণ্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ছত্তিশগড়ে। খবর পেয়ে নেতার দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ে দুই দফায় ভোটগ্রহণ ৭ ও ১৭ নভেম্বর। গেরুয়া শিবিরের হয়ে ভোটের প্রচার চালাচ্ছিলেন বিজেপি নেতা রতন দুবে। নারায়ণপুর জেলা সংগঠনের সহ-সভাপতি রতন। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার কৌশলনর এলাকায় মাওবাদীরা হত্যা করেছে করেছে বিজেপি নেতাকে। এক সময়ে জেলা পঞ্চায়েতের সদস্যও ছিলেন এই বিজেপি নেতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্তলে পৌঁছেছে পুলিশের একটি দল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কৌশলনর মাওবাদী উপদ্রুত এলাকা। বিজেপির দাবি, একটি প্রান্তিক গ্রামে ভোটের প্রচার চালানোর মাঝেই হামলা হয়েছে নেতার উপরে। তাঁকে হত্যা করে পালায় দুষ্কৃতীরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ নভেম্বর ১৮ কার্তিক, ১৪৩০, রবিবার

ইডির নজরে ‘মেরুন ডায়েরি’, সোমবার মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ককে ফের তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেরুন ডায়েরি থেকে নোটবুক। রেশন দুর্নীতির তদন্ত এগোতেই বাজেয়াপ্ত হওয়া এই নথিগুলিতে নজর পড়েছিল ইডির। রেশন দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাসের হাওড়ার ব্যাটরার বাড়ি থেকে গত ২৬ অক্টোবর ‘বালুদা’ নামাঙ্কিত একটি মেরুন ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। গত পাঁচ দিনে ধরে সিজিওতে দফায় দফায় অভিজিৎকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, তাতেই পাওয়া গিয়েছে আরও একাধিক তথ্য। সূত্রের খবর, ফের ইডি তলব করেছে অভিজিৎকে। সেখানেমেরুন ডায়েরির বিস্তারিত নথি চাওয়া হবে অভিজিতের কাছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

ইডি সূত্রের খবর, ‘বালুদা’ নামাঙ্কিত ওই মেরুন ডায়েরিতে রয়েছে নানা ধরনের হিসেব! অংক লাখের। রয়েছে একাধিক ব্যক্তির নাম ও ফোন নম্বরও। বেশ কিছু কোম্পানির নামও রয়েছে ওই ডায়েরিতে। এই সংক্রান্ত বিষয়েই আগামী সোমবার যাবতীয় নথি নিয়ে অভিজিৎকে সিজিওতে তলব করা হয়েছে।

রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে গত ১৩ অক্টোবর চালকল মালিক বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তখনই নাম উঠে আসে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর। যদিও সেই সময় জ্যোতিপ্রিয় দাবি করেছিলেন, ‘আমি বাকিবুরকে চিনি না। বাকিবুরকে আমি কোনওদিনই দেখিনি।’ সূত্রের খবর, মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎই গোয়েন্দাদের জানান যে বাকিবুর রহমানের সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের।

গত ২৬ অক্টোবর গভীর রাতে সল্টলেকের বাড়ি থেকে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পরের দিন ইডির আইনজীবী মোবাইলের গ্যালারি থেকে একটি মেরুন ডায়েরির ছবি দেখিয়ে আদালতে দাবি করেছিলেন, ওই ডায়েরির ছত্রে ছত্রে রয়েছে রেশন দুর্নীতির চমকে দেওয়া একাধিক তথ্য। জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে ও স্ত্রীর নামে থাকা তিনটি কোম্পানির বিষয়েও ডায়েরি থেকে বেশ কিছু তথ্য মিলেছে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। ২০১১ সালে পালাবদলের সময় থেকেই মন্ত্রিসভায় রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। ছিলেন খাদ্য দপ্তরেও। সেই সময় থেকেই তাঁর আপ্ত সহায়ক হন অভিজিৎ দাস।

ইডির নজরে রেশন ডিলাররাও, তলব করা হল সিজিও কমপ্লেক্সে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার রেশন দুর্নীতি মামলায় নজরে রেশন ডিলাররাও। ইডি সূত্রে খবর, শনিবার বেশ কয়েকজন রেশন ডিলারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

এদিকে সূত্রের খবর, বাকিবুর রহমানকে জেরে করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। যে সব তথ্য দিয়েছেন বাকিবুর তারই সূত্র ধরে বাকিবুর ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন রেশন ডিলারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শনিবার ইডির অফিসে তলব করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শনিবার দুপুরেই সিজিও কমপ্লেক্সে দফায় দফায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলে বলে ইডি সূত্রে খবর। এরই পাশাপাশি রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা এজেসি বোস রোড সংলগ্ন একটি বহুতলের ছ’তলাতেও তল্লাশি চালায়। ইডি সূত্রে খবর, একটি কোম্পানির আটা-ময়দা তৈরির ফ্যাক্টরি এবং প্যাকেজিং-এর অফিস রয়েছে এই ছ’তলায়। বনগাঁর একটি আটা কলে এবং সেই আটা কলের মালিকের বাড়িতেও তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকেরা। ওই আটা কল মালিকের সল্টলেকে একটি হোটেলও আছে বলে জানা যাচ্ছে। সেখানেও হানা দেন ইডির অফিসাররা। ইডির পৃথক পৃথক টিম এদিন হানা দিয়েছে রাজ্যের একাধিক জায়গায়। উলুবেড়িয়া কুলগাছিয়া অঙ্কিত রাইস মিলে ইডির তদন্তকারী অফিসাররা হানা দেন। এরই পাশাপাশি শনিবার সকাল থেকেই রেশন দুর্নীতি তদন্তে ইডি একযোগে নদিয়ায় পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি শুরু করে।

প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানও। এই বাকিবুর রহমানের সঙ্গে মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ-যোগের বেশ কিছু তথ্য তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে এসেছে বলে ইডি সূত্রে দাবি।

সোমবার থেকে শুরু উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার, ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং। ‘দুর্নীতিতে অভিযুক্ত’ স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে নিজেদের প্রমাণ করা এবার নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেই কারণেই এবার যেন আরও সতর্ক এসএসসি। এসএসসি সূত্রে খবর, এবার ১৩ হাজারের বেশি চাকরিপ্রার্থী চাকরি পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এই কাউন্সেলিং ঘিরে এসএসসির প্রস্তুতি তুঙ্গে। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, ‘আমরা সমস্ত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করেছি। প্যানেল থেকে স্কুলের নাম, কাউন্সেলিংয়ের খুঁটিনাটি, তালিকা সবই আপলোড করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রার্থীর কাছে কললেটারও পাঠানো হয়েছে।’

নিয়োগ দুর্নীতির ব্যাপারে এবার সতর্ক থাকার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, ‘আমরা তো সমস্তটাই আদালতের কাছে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছি। আমাদের ডেটাবেসটাই জনসাধারণের কাছে গত তিনমাস ধরে প্রকাশিত। আমাদের যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামার তাঁরা আমাদের সিলেকশন প্রসেস সম্পর্কে যতটুকু জানেন, আমি যতটা জানেন, একজন প্রার্থী তার থেকে কিছু কম জানেন না। প্রতিটা আবেদনপত্র ৬ মাস আগে থেকে আপলোড হয়ে আছে। প্রত্যেক মেধাতালিকা, নম্বর, নম্বর বিভাজন আপলোড হয়ে আছে। সবটা সকলেই দেখছেন। তাই অভিযোগ ওঠার জায়গাটাই আমি দেখতে পাচ্ছি না।’

এদিকে এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এও জানান, ‘আদালত আমাদের সুপারিশপত্র দেওয়ার অনুমতি দেয়নি। আমরা অ্যাক্সেপ্টটেন্স লেটার দেবো। এই সম্মতিপত্র নিয়েই বাড়ি ফিরবেন প্রার্থী। তাতে উল্লেখ থাকবে তিনি কোন স্কুল বেছে নিয়েছেন। পরে আদালত যদি আমাদের অনুমতি দেয়, তাহলে পরে প্রার্থী এসে সুপারিশপত্র নেবেন।’

এই কাউন্সেলিং প্রসঙ্গে এসএসসির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এসএসসির নব নির্মিত বহুতলে হবে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং। যেখানে প্রার্থীদের প্রথমেই যেতে হবে নথি পরীক্ষার টেবিলে। সেখানে স্নাতক থেকে ট্রেনিং, জাতি শংসাপত্র থেকে আধার কার্ড- সব খতিয়ে দেখবে এসএসসি। মূল মেধাতালিকা থেকে ক্রমান্বয়ে ডাক পড়বে প্রার্থীদের। সংরক্ষিত-অসংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে হবে স্কুল পছন্দ করার প্রক্রিয়া।

এদিকে অপেক্ষমান প্রার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং চলাকালীন বিগ স্ক্রিনে থাকবে স্কুলের স্ট্যাটাস। আর এই বিগ স্ক্রিন থেকেই জানা যাবে কোন স্কুল এখনও নির্বাচিত হয়নি তার যাবতীয় তথ্য।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির নজরে ১০টি পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে এবার রাজ্যের ১০ পুরসভা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আতস কাচের তলায়। ওই ১০টি পুরসভায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি অনিয়ম হয়েছে বলেই ইডির কাছে খবর। এই তালিকায় রয়েছে পানিহাটি, বর্ধমান, দক্ষিণ দমদম, দমদম, নিউ ব্যারাকপুর, কামারহাটি, মধ্যমগ্রাম, হালিশহর, কৃষ্ণনগর। কলকাতা-সহ রাজ্যে ১২৯টি পুরসভা রয়েছে। তার মধ্যে সাতটি পুরনিগম, ১২২টি পুরসভা।

মোট ১০টি পুরসভায় সব থেকে বেনিয়ম হয়েছে।

ইডির সূত্রের খবর, এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কামারহাটি, তারপর বর্ধমান, নিউ বারাকপুর, বারাকপুর, পানিহাটি। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই সব পুরসভায় যেখানে ৫০ জনকে নিয়োগ করা কথা, তার থেকে অনেক বেশি বেনিয়মে নিয়োগ হয়েছে। ১০টি পুরসভায় এরকম হাজার থেকে দেড় হাজার কর্মীর খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। যাঁরা আদতে প্রভাবশালীদের ধরে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে চাকরি পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে এই ১০টি পুরসভা সংক্রান্ত একাধিক তথ্য আবার চেয়ে পাঠিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

১০টি পুরসভায় কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি অনিয়ম হয়েছে বলেই ইডির কাছে খবর। এই তালিকায় রয়েছে পানিহাটি, বর্ধমান, দক্ষিণ দমদম, দমদম, নিউ ব্যারাকপুর, কামারহাটি, মধ্যমগ্রাম, হালিশহর, কৃষ্ণনগর। কলকাতা-সহ রাজ্যে ১২৯টি পুরসভা রয়েছে।

এদিকে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে কর্মী নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগে ৬০ থেকে ৭০টি পুরসভাকে তালিকাভুক্ত করা হয়।

আর এই সব পুরসভার আধিকারিক, চেয়ারম্যান, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীদের একে একে জিজ্ঞাসাবাদও চালানো হয় ইডি-র তরফ থেকে। সঙ্গে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্ত সম্পূর্ণ। এরপরই ইডি-র হাতে তথ্য আসে রাজ্যের স্থানীয় সূত্রের খবর, যে কটি পুরসভার নাম পাওয়া যাচ্ছে, তার বেশিরভাগই উত্তর ২৪ পরগনার। শুধু তাই নয়, এই সব পুরসভাগুলিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ভালো প্রভাব ছিল। কারণ পুরসভায় কী হচ্ছে, তা শাসকদলের জেলা সভাপতির অবগত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

ক্লাস শুরুর আগে ঝগড়া দুই দিদিমণির, পঠন পাঠন শিকেয় নৈহাটির স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ুয়াদের পুঁথিগত, ব্যক্তিজীবনের পাঠ দিয়ে ভবিষ্যতের নাগরকি গড়েন। বহু পড়ুয়াদের কাছেই তাঁজের জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠেন কোনও না কোনও শিক্ষক।

কিন্তু সেই শিক্ষক মহলের ঝগড়া সামলাতেই এবার হিমশিম সকলে। শিক্ষিকাদের নিজেদের মধ্যে তীব্র কাজিয়ার জেরে পঠন-পাঠন শিকেয় উঠেছে নৈহাটি পূর্ব চক্রের পূর্ণানন্দপল্লী আদর্শ এফ.পি স্কুলে। শনিবারও স্কুল শুরুর আগেই দুই শিক্ষিকা নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। ঘটনায় স্তম্ভিত পড়ুয়া-সহ অভিভাবকরা। অভিভাবিকা বিথিকা ঘরামী ও সোমা ভৌমিক বলেন, মাঝেমধ্যেই স্কুলের দুই শিক্ষিকা দীপ্তি কুর্মি ও প্রিয়াঙ্কা সরকার নিজেদের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়। এমনকি বাকবিতন্ডা চলাকালীন একে অপরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করেন।

অভিযোগ, শনিবার স্কুলের ঘণ্টা বেজে গেলেও, ক্লাসে না গিয়ে ওই দুই শিক্ষিকা তুমুল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। অভিভাবকদের ক্ষোভ, শিক্ষকরা পড়ুয়াদের সামলাবেন, উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন সেটাই কাম্য। সেখানে স্কুলে শিক্ষিকারা এভাবে ঝগড়া করলে পড়ুয়ারা কী দেখবে আর কী শিখবে? অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষিকাদের ঝামেলার ফলে বাচ্চাদের পড়াশুনায় ক্ষতি হচ্ছে। এদিন দুই শিক্ষিকা স্কুল শুরুর আগে থেকেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারন দেখিয়ে দুই শিক্ষিকা দীপ্তি কুর্মি ও প্রিয়াঙ্কা সরকার স্কুল থেকে চলে যান। তাদের অনুসরণ করেন আর এক শিক্ষিকা মহুয়া রায় পালিত।

অভিভাবকদের দাবি, স্কুলে সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য এই রকম শিক্ষিকাদের অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষককে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নিতে বলা হলেও, তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুস্বপন ঘোষ বলেন, ‘একবছর ধরে দুই শিক্ষিকা দীপ্তি কুর্মি ও প্রিয়াঙ্কা সরকার নিজেদের মধ্যে বারবার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন। এদিন অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রিয়াঙ্কা সরকার, দীপ্তি কুর্মি ও মহুয়া রায় পালিত স্কুল থেকে চলে গিয়েছেন।’ তিনিও মেনে নিয়েছেন, দুই শিক্ষিকার কাজিয়ার ফলে স্কুল চালাতে সমস্যা হচ্ছে। বাচ্চাদের পঠন-পাঠনে ব্যাঘাত ঘটছে। সুস্বপনবাবু জানান, দুই শিক্ষিকার মধ্যে ঝামেলার বিষয়টি তিনি সার্কেল ইন্সপেক্টর ও বারসাতে ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলে জানিয়েছেন।

মনোহর পুকুরের কালী মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে ডাকাতের জীবন ইতিহাস

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে একাধিক কালী মন্দির। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসও। তেমনই একটি মন্দির রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের পাশেই। চারদিকে সুদৃশ্য ঝাঁ চকচকে বাড়িঘরের আড়ালে নজরেই আসে না এই মন্দির। কিন্তু এই ছোট মন্দিরটির আড়ালেই রয়েছে এক ভয়ঙ্কর ইতিহাস। আর হবে নাই বা কেনও, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা যে এক দুর্দান্ত ডাকাত, মনোহর বাগদি।

তবে মনোহর ডাকাতের ব্যাপারে জানতে টাইম মেশিনে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে বেশ কিছুটা পিছনেই। সময়টা পলাশির যুদ্ধের ঠিক পরেই। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবার দেশীয় শাসকদের হাতেও ক্ষমতা নেই। এই সন্ধিক্ষণে হোগলা বন, খাল-বিলে ভরা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে ডাকাতদলের আস্তানা। তেমনই এক সময়ে এই এলাকাতেও ছিল ছোট এক খাল। এই খাল দিয়ে নৌকায় আদি গঙ্গায়, কখনও গঙ্গায় মাছ ধরতে যেতো এই অঞ্চলে বসবাসকারী জেলে, বাউরি, বাগদিদের দল। সুন্দরবন থেকে কাঠ ও মধু আসতো এই পথেই। আবার অন্যদিকে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ঘন বনপথ কিংবা আদি গঙ্গায় নৌকো বেয়ে লোকজন যেতো কালীঘাটে কালী দর্শনেও। বাঘ আর ডাকাতের সহাবস্থান ছিল এই এলাকায়। আর এরই মাঝে কুখ্যাত ও ভয়ঙ্কর মনোহর বাগদি গড়ে তোলে তার ডেরা। নিজে এলাকা ছেড়ে ডাকাত সর্দার কখনও ডাকাতি করতে যেতো শহরের দিকে, কখনও বা উত্তরপাড়া, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী থেকে নদিয়া পর্যন্ত।

মনোহরের পরিবারের একমাত্র সদস্যা ছিল তার এক বুড়ি পিসি। পিসিই রান্নাবান্না করতেন। আর বাড়ির সামনেই ছিল একটি পুরোনো ভাঙা পাষাণ কালীর মন্দির। অস্ত্রভূষিতা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা দেবী ‘কংকালমালিনী’র নিত্য পুজো হতো। আর বিশেষ পুজোয় হতো ছাগবলি। নরবলিও বাদ পড়তো না। মনোহরের সেই মূর্তিটিই আজও এই কালী মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হয়। তবে কথিত আছে, প্রতিদিন ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মনোহর এই পুজো করার পর মূর্তিটি দড়ি বেঁধে ডেরার পাশের একটি পাতকুয়োতে ফেলে দিত, যাতে কেউ তা হস্তগত করতে না পারে।

তবে হঠাৎ-ই চিত্রপট বদলায়। এক সন্ধ্যের পর কালীঘাট থেকে নিজের গ্রাম রাজপুরে ফিরছিল স্ত্রী ও এক শিশুপুত্রসহ এক বয়স্ক দম্পতি। পথে হোগলা বনে লুকিয়ে থাকা বাঘ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় গভীর বনে। ঘটনায় তাঁর স্ত্রীও আহত হন। শিশুটি ছিটকে পড়ে সেদিন রাতে ওই পথেই আসছিল মনোহর ডাকাতের দল। আগে আগে জ্বলন্ত মশাল হাতে আসছিল দলের এক ডাকাত। চোখে পড়ে স্ত্রী ও শিশু পড়ে রয়েছে। দু’ জনকেই নিয়ে আসা হয় ডাকাতের ডেরায়। সেখানে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা হলেও স্ত্রীলোকটি মারা যান। তবে শিশুটি বেঁচে যায়। শিশুটিকে মনোহর ডাকাত নিজের ঘরে নিয়ে এসে লালন-পালন করতে থাকে। তার নাম দেওয়া হয় হারাধন। সে মনোহরকেই বাবা বলে জানতো। মনোহরও তাকে ভালোবাসতো ছেলের মতোই। হারাধন জানত না, মনোহর ডাকাত। কিন্তু বুড়ি পিসি হারাধনকে দেখতে পারতো না। হারাধন একটু বড়ো হলে ভবানীপুরে এক পাদ্রির স্কুলে ভর্তি করে দেয় মনোহর। ছেলের নাম রাখে হারাধন বিশ্বাস। মনোহর নিজের পরিচয় দেন তাঁর পিতা হিসেবেই।

ক্রমে বয়স বাড়ে মনোহরের। এদিকে কোম্পানির শাসন তখন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বাংলায়। তৈরি হয় একাধিক থানা ফাঁড়ি। তারই জেরে কমতে থাকে ডাকাত দলের সংখ্যাও। মনোহরের ডাকাত দলটাও একসময় ভেঙে পড়ে। এদিকে তিন দিনের জ্বরে বুড়ি পিসি মারা যায়। মনোহরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন অসুস্থ মনোহর হারাধনকে ঘরের মেঝেটা খুঁড়তে বলে। এরপর মেঝে খুঁড়ে মেলে তিন ঘড়া টাকা, মোহর আর অনেক সোনা-রুপো। মনোহর তার পালিত পুত্র হারাধনকে এই অর্থ দিয়ে ঘটা করে বাপের শ্রাদ্ধ, কাঙালি ভোজন ও এলাকার জলকষ্ট দূর করার জন্য পুকুর খোঁড়ার কথা বলে। পালিত পিতা মনোহরের সব কথাই রাখে হারাধন। পালিত পিতা মনোহরের নামে সেই পুকুরের নাম রাখা হয় ‘মনোহর পুকুর’। পরবর্তীকালে এই পুকুরের নামেই দক্ষিণ কলকাতার বুকে তৈরি হয় ‘মনোহরপুকুর রোড’।

তবে হারাধন বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে এই জায়গার দেখাশোনা করবার কেউ ছিল না। পরবর্তী কালে ঠাকুর বংশের লোকেরা এই পুরো অঞ্চল কিনে নিয়েছিল। তাঁরাই বীরভূমের স্থাপত্য অনুসরণ করে মাটির মন্দিরকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। ওনারাই স্থানীয় লোকেদের সাহায্য নিয়ে মন্দিরের সেবাযত্ন করবার জন্য কালিভূষণ ভট্টাচার্যকে এখানে নিয়ে আসেন। এরপর থেকে মনোহরের সেই কালীর আরাধনা করছেন কালিভূষণ ভট্টাচার্যেরই বংশধরেরা।

১৬ লক্ষ থেকে এক বছরে ১০ কোটি!

অধিকারী পরিবারের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন কুণালের, জবাব এড়ালেন শিশির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অধিকারী পরিবারের সম্পত্তির পর্দা ফাঁস করবেন বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আধিকারী পরিবারের সম্পত্তির নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের মুখ পাত্র। রীতিমতো তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি আধিকারী পরিবারের সম্পত্তির ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন সামনে আনলেন। তবে এর পালটা দিতে ছাড়েননি শিশির অধিকারীও।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ দাবি করেন, নির্বাচনী হলফনামায় দেখা যাচ্ছে, এক বছরে শিশির অধিকারীর সম্পত্তি ১৬ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা হয়েছে। কুণালের প্রশ্ন, কী ভাবে এক বছরের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বৃদ্ধি? সাংবাদিক বৈঠক বিভিন্ন নথি পেশ করে কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ২০১১ সালে শিশির অধিকারী সম্পত্তি ছিল ১৬ লক্ষ টাকা ছিল। সেটাই ২০১২ সালে বেড়ে হয়েছে ১০ কোটি টাকায়। এরই সূত্র ধরে শিশির অধিকারীকে নিশানা করে বলেন, ‘সম্পত্তি বৃদ্ধির সব চেয়ে বড় উদাহরণ হলেন শিশির অধিকারী।’ এমনকী তিনি যে তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন, তা সঠিক না ভুল, সেটিও শিশির অধিকারীর থেকে জানতে চান কুণাল ঘোষ।

প্রসঙ্গত, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে শিশির পুত্র তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লিখেছিলেন, ‘হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে যেখানে আপনি জমি দখল করে বাস করছেন, তার চুক্তি প্রকাশ্যে আনুন। জমির দখল বৈধ না অবৈধ, সেটা সবাইকে জানতে দিচ্ছেন না কেন? আশা করি, আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন।’

এদিকে আবার কয়েকদিন আগেই নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে নাম না করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে যাঁরা আগে দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা কোন জমি, কত টাকায় বিক্রি করেছিলেন তা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন মমতা। এরপর পাল্টা দিয়েছিলেন শুভেন্দুও। আয়কর তথ্য উল্লেখ করে হিসাব দেখিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দু অধিকারীর ছুঁড়ে দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জের পরেই আসরে নামেন কুণাল ঘোষ। শুক্রবারই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়ে দেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অধিকারী পরিবারের সম্পত্তির তথ্য প্রকাশ করা হবে। আর সেই মতো শনিবার প্রথমে একটি ট্যুইট করেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন তথ্য দেন। পরে সাংসাবিদকদের মুখোমুখিও হন তিনি।

এদিকে কুণাল ঘোষের এহেন দাবির প্রেক্ষিতে পালটা প্রতিক্রিয়ায় শিশির অধিকারী সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, ‘সারদায় জেল খাটা আসামির প্রশ্নের কোনও জবাব আমি দেব না। ১৯৬৮ সাল থেকে আমি আয়কর দিচ্ছি, সব রেকর্ড আছে, কেউ চাইলে দেখে নিতে পারেন।’

সম্পাদকীয়

দূষণ নিয়ন্ত্রণ না করলে সকলকেই মূল্য দিতে হবে

সবচেয়ে দূষণ সৃষ্টিকারী দেশের তালিকায় নিজের জায়গাটি বারবার নিশ্চিত করেছে ভারত। বায়ুদূষণের উপর সমীক্ষা ও গবেষণা করে সুইস সংস্থা আইকিউএয়ার। তাদের রিপোর্টে বিশ্বের সর্বাধিক বায়ুদূষিত যে দশটি মহানগরের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এক ভারতেরই তিন মেট্রো সিটির 'উজ্জ্বল উপস্থিতি' লক্ষ করা যাচ্ছে! বিস্ময়ের কিছু নেই যে মহানগর তিনটির নাম দিল্লি (৪), মুম্বই (৭) ও কলকাতা (১০)। ভারতের মেট্রো সিটিগুলির মধ্যে ক্ষমতার পীঠস্থান দিল্লি এই প্রশ্নে বরাবরই শীর্ষে অবস্থান করে। দূষণ দিল্লিতে মাত্রা ছাড়ায় শীতকালে। কারণ লাগোয়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গম, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ওষধি গাছের শুকনো গোড়া পোড়ানো হয় ওই সময়। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার রিপোর্ট অনুসারে, গতমাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্তও পাঞ্জাবের আকাশ-বাতাস তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। ফসলের নাড়া পোড়ানোর দৌরাত্ম্যে সেই ছবিটা দ্রুত পাল্টে গিয়েছে। গত দু'বছরের তুলনায় বেশিই খারাপ গিয়েছে এবারের অক্টোবর মাস। সুইস সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশের দিনই (মঙ্গলবার), তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাদের কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। বায়ুদূষণের রিপোর্ট তলব করা হয়েছে দিল্লি এবং অন্য চার রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের কাছে। দূষণ রোধে এই রাজ্যগুলির ভূমিকা স্পষ্ট করতে হবে সুপ্রিম কোর্টে। আগামী প্রজন্মের উপর বায়ুদূষণের মারাত্মক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে সারা দেশের বায়ুদূষণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সামগ্রিক রিপোর্ট তলব করা হয়েছে সেন্ট্রাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেজরিওয়াল সরকার নড়েচড়ে বসেছে। গতমাসে সেখানে চালু হয়েছে একটি অ্যাকশন প্ল্যান। নির্মাণকাজ এবং গাড়ি চলাচলে লাগাম পরানো হচ্ছে। কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে খোলা স্থানে বর্জ্য পোড়ানোর উপর। কিন্তু দেশজুড়ে এখনও পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ প্রয়োজনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। এই দুঃসাহসিক দুরূহ কাজটি দিল্লি রাজ্য প্রশাসনের একার নয়। সারা ভারতকেই করতে হবে এবং একযোগে। সেখানে কেন্দ্র-রাজ্য এবং রাজ্য-রাজ্য বিবাদ মুলতুবি রাখা জরুরি। সবাইকে ডেকে সবার আগে নিতে হবে উপযুক্ত নীতি ও পরিকল্পনা। তার জন্য নানা ক্ষেত্রে কোপ পড়বে, ভোটের ঝুলিতে কিঞ্চিৎ টানও পড়তে পারে ইত্যাদি বড় করে দেখলে চলবে না। মাথায় রাখতে হবে উল্টো দিকের ছবিটাও;এই দায়িত্ব উপেক্ষা করলে অথবা এটির পালনে ব্যর্থ হলে চরম মূল্যই চুকিয়ে দিতে হবে সবাইকে একসঙ্গে

শাশ্বত কথা

বাসনা

বাসনা কর্মানুসারে পৃথিবীতে এসে জন্মায়। এখান থেকে কেউ বা মুক্তি লাভ করে, কেউ বা নীচ যোনি সব ভোগ করে। চক্রের মতো সৃষ্টি চলছে। যে-জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম। মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, (পূর্ব) স্বভাব ছেড়ে যে আমার ভজনা করে, তাকে আমি ভজনা করি। সংসারে কত রকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স-তিনটে স। যে সয় সেই রয়।' পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই। ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না। শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়?

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

বিরাট কোহলি

১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামটহল চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শিবসুন্দর দাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিরাজ কোহলির জন্মদিন।*

যা আমাদের ভূত চতুর্দশী, ব্রাজিল আর মেক্সিকোতে তা 'দিয়া দে লস মুয়েরতস'

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

দীপাবলির ঠিক আগের দিনটি ভূত চতুর্দশী। 'ভূত চতুর্দশী' কথাটাতেই যেন কেমন একটা গা ছমছম করা ভুতুড়ে ব্যাপার। তাই ভূত চতুর্দশীর দিন আমরা অনেকেই ভাবি সেদিন আমাদের চারিদিকে অনেক ভূত-প্রেত ঘুরে বেড়াবে। আর সেই ভুত-প্রেত তাড়ানোর কারণেই নাকি সেদিন সন্ধেবেলা ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালতে হয়।

তবে ঘটনাটি ঠিক এরকম নয়। হিন্দু শকাব্দ অনুসারে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিন অর্থাৎ দীপান্বিতা*কালীপূজার*আগের দিন ভূত চতুর্দশী পালন করা হয়। হিন্দু-ধর্মে বিশ্বাস করে মৃত পূর্ব-পুরুষরা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশীর দিন মর্ত্যে আসেন তাদের আনন্দে রাখতে এবং অতৃপ্ত আত্মার অভিশাপ দূর করতে তাদের পূজা করা হয়। এই দিন বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়িতে সেই প্রথা অনুযায়ী চৌদ্দ শাক খাওয়া হয় এবং চৌদ্দ প্রদীপ জ্বালানো হয়, এবং ছেলেদের কপালের ডানে আর মেয়েদের কপালের বায়ে ঘি-তুলসীপাতা-কাজল লাগানো হয়।

হিন্দু-ধর্ম মতে মৃত্যুর পর মানব দেহ পঞ্চভূতে (ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম) বিলীন হয়ে পাঁচ উপাদানের মধ্যেই মিশে থাকেন। তাই প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা ১৪ রকমের শাক মৃত ১৪ পুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ১৪ শাক ধোয়ার পর সেই বাড়ির প্রতিটি কোনে ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রেত ও অশুভ শক্তি দূর করতে বাঙালি গৃহস্থরা এই দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে*চৌদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন।

আবার ওই একই দিনে উত্তর ভারতে নরক চতুর্দশী'স্বলে অপর একটি হিন্দু উৎসবও পালিত হয়। কথিত আছে, নরকাসুর নামে এক অসুর নিজ শক্তি বলে দেবী ও দেবতাদের উত্যক্ত করছিল। তখন ঋষি মুনি দেবতারা সকলেই দ্বারস্থ হন শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁদের নরকাসুর থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দেন। দেববাণী ছিল যে, নরকাসুর কোনও স্ত্রীর হাতে মৃত হবে। ফলে নিজের স্ত্রী সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে হত্যা করতে উদ্যত হন, আর তাতেই তিনি সফল হন। যে দিনে নরকাসুর বধ হয় তা ছিল কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।

এই শাস্ত্রবিহিত ঘটনা ছাড়াও রয়েছে এক পুরাণের ঘটনাও। সেটি দৈত্যরাজ বলির কাহিনী। *মৎস্য পুরাণের মতে অসুরদের দ্বারা দেবতারা পরাজিত হয়ে আশ্রয়হীন হলে, দেবমাতা অদিতি পুনরায় শক্তিশালী পুত্রের জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করেন। আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে, বিষ্ণু তাঁকে জানান যে, তিনি (বিষ্ণু) কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার করেন। এরপর যথাসময়ে অদিতির গর্ভে বিষ্ণুর আবির্ভাব হলে, অসুরেরা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যথাসময়ে বিষ্ণু বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সেই সময়ের অসুর অধিপতি বলি একটি যজ্ঞের আয়োজন করলে, বামনরূপী বিষ্ণু উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে ত্রিপাদ-ভূমি (তিন পা রাখার মতো ভূমি) প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হয়ে ভূমি দান করলে, বিষ্ণু তাঁর দেহবর্ধিত করে বিশাল আকার ধারণ করেন। বিষ্ণু স্বর্গে-মর্তে দুই পা রেখে নাভি থেকে তৃতীয় পা বের করেন। এই তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন তা বলিকে জিজ্ঞাসা করলে, বলি তাঁর মাথা নত করে তৃতীয় পা রাখার অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তৃতীয় পদ বলির মাথায় রাখার সাথে সাথে বলি বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। এমন সময় প্রহ্লাদ এসে বলির বন্ধন মুক্তির জন্য অনুরোধ করলে, বিষ্ণু বলিকে মুক্তি দেন এবং বলি সত্য রক্ষার জন্য বহুকষ্ট স্বীকার করেছেন বলে, বলিকে প্রতি বছর পৃথিবীতে পূজা পাওয়ার আশীর্বাদ করলেন। এরপর থেকে কালীপূজার আগের রাতে রাজা বলি পাতাল থেকে পৃথিবীতে পূজা নিতে আসেন। তার সাথে সহস্র ভূত, প্রেতাত্মা এবং অশরীরী এ সময় আসে।

ভূতচতুর্দশীকে 'যম চতুর্দশী'ও বলা হয়। কারণ এই দিন চোদ্দজন যমের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে হয়। এই ১৪ জন যমরাজ হলেন, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, যম, উডুম্বর, দধ্ন, নীন, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত। 'পদ্মপুরাণ' অনুসারে এই তিথিতে গঙ্গাস্নান করলে আর নরকদর্শন করতে হয় না। কালীপুজোর সঙ্গে চোদ্দো শাকের সম্পর্ক নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এই প্রথার সঙ্গে শস্যদায়িনী দেবী ভাবনার যোগাযোগ রয়েছে। ভেষজবিজ্ঞানীদের মতে ঋতু পরিবর্তনের সময়ে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবে এই শাকগুলি খাওয়া হত।

বাংলার ঋতু প্রকোপ অন্য প্রদেশের থেকে বেশি হওয়ার জন্য*আশ্বিন*ও*কার্ত্তিক*মাস দুটিকে যমদংস্টা কাল বলা হত। তখনকার দিনে বাংলার নব্য-স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন তার অষ্টবিংশতি তত্ত্বের অন্যতম গ্রন্থ তকৃত্যতত্ত্বেদ এই সময়কাল উল্লেখ করেছেন 'নির্ণয়া-মৃতের' অভিমত অনুসরণ করে-

'এওলং কেমুকবাস্তুকং, সার্ষপং নিম্বং জয়াং।
শালিঞ্চীং হিলমোচিকাঞ্চ পটুকং শেলুকং গুড়ুচীস্তথা।
ভণ্টাকীং সুনিষন্নকং শিবদিনে খাদন্তি যে মানবাঃ,
প্রেতত্বং ন চ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ।'

আয়ুর্বেদ মতে প্রাচীন বাংলায় চোদ্দো শাকগুলি ছিল পালং শাক, লাল শাক, সুষণি শাক, পাট শাক, ধনে শাক, পুঁই শাক, কুমড়ো শাক, গিমে শাক, মূলো শাক, কলমি শাক, সরষে শাক, নোটে শাক, মেথি শাক, লাউ শাক অথবা হিঞ্চে শাক।

এই চৌদ্দ রকম শাক পাতে পড়লে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে। যে যে শাকের যা যা গুণ -

জয়ন্তী; উদরাময়, জ্বর, বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণ করে। শাঞ্চে; রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। হিংচে; পিত্তনাশক। ওল; অর্শ, রক্ত আমাশা, বাত, চর্মরোগ কমায়। পুঁই; হজমে সহায়ক। বেতো; কৃমিনাশক। সর্ষে; যকৃৎ, চোখ যত্নে রাখে। কালকাসুন্দে; অর্শ, কাশি দূর করে। নিম; যে কোনও চর্মরোগ নাশ করে। পলতা; শ্বাসযন্ত্র ভাল রাখে। শুলকা; হৃদযন্ত্র ভাল রাখে। গুলঞ্চ; উচ্চ রক্তচাপ, যকৃৎ যত্নে রাখে। ভাঁটপাতা; ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক। শুষণী; স্মৃতিবর্ধক।

চোদ্দ শাক রান্নার কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তুত প্রণালী নেই। একেক জায়গায় একেক রকম ভাবে এই শাক রান্না করা হয়। আমিষ অথবা নিরামিষ যেকোনো ভাবেই এই শাক খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এক্ষেত্রে কোথাও কালজিরে-কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, কোথাও রসুন-শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, আবার কোথাও শুধু পাঁচফোড়ন দিয়েও চোদ্দ শাক ভাজা খাওয়া হয়।

কোথাও কোথাও এই শাক শুধুই ভাজা খাওয়া হয়, অনেকক্ষেত্রে আলু বা বেগুন দিয়েও এই শাক ভেজে খাওয়ার প্রচলন আছে।

আসলে এ এমন এক দিন, যেদিন পরিবারের পরলোকগত ব্যক্তিদের স্মরণ করা হয়। গৃহস্থ-বাড়িতে চোদ্দ-প্রদীপ জ্বালানো হয়। অনেক পরিবারে এক একটি প্রদীপ উৎসর্গ করা হয় এক-একজন পরলোকগত সদস্যের উদ্দেশ্যে। কার্তিক মাসে জ্বলে 'আকাশ প্রদীপ'। মানুষ বিশ্বাস করে - তাঁরা যেখানেই থাকুন, এই প্রদীপের আলো তাঁদের আশ্বস্ত করবে যে পরিবার, সন্তান-সন্ততি তাঁদের ভোলেনি।*

প্রদীপ জ্বালানো সম্পর্কে অন্য যে সমস্ত মতের প্রচলন আছে তার মধ্যে একটিতে বলা হয়; এই দিনে রামচন্দ্র চোদ্দো বছরের বনবাস কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। এত বছরের দুঃখের দিনের অবসানের আনন্দে এবং রামচন্দ্রকে স্বাগত জানানোর জন্য সমগ্র অযোধ্যবাসী প্রদীপ জ্বালিয়ে অযোধ্যা নগরীকে আলোকিত করে দিয়েছিল। সেই থেকে এই প্রথা চলে আসছে।

অন্যদিকে হেমন্তের শুরুতে পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়তে থাকে। পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচতেই বাজি পোড়ানো হয়। বাজির ধোঁয়ায় তারা বেশি ক্ষণ থাকতে পারে না। খাবারে বা চোখ-মুখে পোকা যাতে না হয়, তাই প্রদীপ বা আলো জ্বালানো হয়। অর্থাৎ, পোকা দূরে রাখতেই এ সময়ে চোদ্দ প্রদীপ জ্বালানোর রীতি।

আমাদের ভূত চতুর্দশীর সাথে মেক্সিকোর 'দিয়া দে লস মুয়েরতস' বা, 'মৃতদের দিন' উদযাপনের চিত্র বেশিরভাগটাই মিলে যায়। মূলত পরিবারের মৃত সদস্যদের স্মরণে এ উৎসবটি পালিত হয়। মেক্সিকোর পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও নভেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন মানুষদের মোমবাতি, কঙ্কাল ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হাতে রাস্তায় নামতে দেখা যায়। বিশ্বাস করা হয়, অক্টোবরের ৩১ তারিখ মধ্যরাতে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং মৃত আত্মারা ২৪ ঘণ্টার জন্য নিজেদের স্বজনের কাছে ফিরতে পারে। তাদের ফেরাকে স্বাগত জানাতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি বেদী প্রস্তুত করে তাতে মোমবাতি, ফুল, মৃতের পছন্দের খাদ্য, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। এরপর স্বজনেরা কঙ্কালের মুখোশ পরে, হরেকরকম খাদ্যসামগ্রী নিয়ে, গান গাইতে গাইতে মৃতের সমাধির উদ্দেশে রওয়ানা দেন প্রার্থনার জন্য।

এই উৎসবে কঙ্কালের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। বিরাট আকারের কঙ্কালের কাটআউট, প্লাস্টিকের কঙ্কালের মুখোশ কিংবা মাটির তৈরি পুতুল কঙ্কালের মাথা-কোনকিছুরই অভাব নেই। এর কারণ হলো, মেক্সিকানরা এই দিনে মৃতদের শান্তি কামনার পাশাপাশি এটিও নিজেদের স্মরণ করায় যে, মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক একটি অংশ এবং সকলেই একদিন এর স্বাদ গ্রহণ করবে।

'ডিয়া দে লস মুয়েরতস' দিনটির সঙ্গে যুক্ত সামাজিক আচার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এর গুরুত্বকে সম্মান জানিয়ে ২০০৮ সালে UNESCO এই উপলক্ষটিকে 'Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity'-র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। বলা বাহুল্য, এই সামাজিক প্রথা পরলোকগতদের স্মরণ করে সম্মান জানানোর জন্যে একটি বিশেষ দিবস হলেও এখন তা একটি উৎসব, মানে একেবারে কার্নিভাল পর্যন্ত হয় মেক্সিকো অথবা ব্রাজিলের মতো দেশগুলিতে।

অনুমান করা হয়, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেকে এই সামাজিক প্রথা বহন করছেন সেই সব মানুষ, যাঁদের পূর্বপুরুষ দীর্ঘকাল লাতিন আমেরিকায় থেকেছে। পরলোকগত পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, এইসব ঘিরেই এই দিনটি পালিত হত। প্রাচীন মেক্সিকান ক্যালেন্ডারে (Aztec) এই বিশেষ দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন সংস্কারে সব রকম আচার অনুষ্ঠান উৎসর্গ করা হ'ত মৃতজগতের দেবী 'La Calavera Catrina'-কে। মেক্সিকোতেই এই উৎসবের শেকড় বলে, এখনও উত্তর আমেরিকার টেক্সাস, অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো (যে অঞ্চলগুলিতে মেক্সিকান ভূমিপত্ররা বসবাস করেছে দীর্ঘকাল ধরে) প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে পরম্পরাগতভাবে থেকে গেছে এই প্রথা (মূলত উত্তর আমেরিকার প্রাচীন ভূমিসন্তানদের সংস্কৃতি বা লোকাচার)। প্রথম দিকে আগস্টের কাছাকাছি সময় এই দিনটি পালিত হলেও বিংশ শতাব্দীতে এসে ২রা নভেম্বার দিনটিই মেক্সিকোতে পালিত হতে থাকে 'Dia de los Muertos' নামে। এবং ক্রমে অন্যান্য সব দেশেও এই দিনেই পালিত হতে শুরু করে পরলোকগতদের স্মরণ করার এই আচার, যা এখন উৎসব হয়ে গেছে। এই দিনটিতে মানুষ গোরস্থানে গিয়ে পরলোকগত আত্মীয়পরিজনের সমাধির সামনে বসে তাঁদের স্মরণ করেন। সমাধিগুলো সুন্দর করে সাজানো হয় ফুল দিয়ে, মোমবাতি দিয়ে। কোথাও কোথাও দুঃস্থদের আহার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় (পুণ্যকর্মে যাতে মৃতদের আত্মার মঙ্গল হয়)। এক ব্রাজিলীয়ান বলেছিলেন 'হ্যালুইনের সঙ্গে এই দিনটির তুলনা চলে না। ওরা শুধু মজা-আনন্দ করে এই দিনে। আমাদের তা নয়। জানি, এখন কার্নিভাল, খাওয়াদাওয়া সব হয়... কিন্তু দিনটা ঠিক আনন্দের নয়।' হ্যাঁ, এখন 'Dia de los Muertos' এর চেহারা অনেক পাল্টে গেছে, এই পরিবারের মানুষদের স্মরণ করার উপলক্ষকে কেন্দ্র করেই পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে আসে, ফ্যামিলি গেট টুগেদার এর মত হয়। খাওয়া-দাওয়া হয়। কেবল এই দিনটির জন্য বিশেষ কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয় , 'চিনির তৈরি নরকরোটি', 'হাড়ের মত দেখতে পাউরুটি', 'মদ' এবং 'অ্যালকহলহীন কিছু বিশেষ পানীয়'... এমন অনেক কিছু। দেশ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে উৎসব পালনের প্রথাও নিজস্বতা পায় বইকি! যেমন জামাইকাতে এক প্রকার আইস টি প্রস্তুত হয় জবাফুল আর জবাগাছের পাতার নির্যাস ব্যবহার করে... চুনির মত লাল ঠান্ডা চা। এ ছাড়া ব্রাজিল বা মেক্সিকো, যেখানে এই উৎসবটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে থাকে নানারকম মুখোশ, নানারকম সেজে পথে বেরোয় কার্নিভাল, মেলা, বিশাল আয়োজন!

পুস্তক পরিচয়

যেখানে বসতের কোন গন্ধ নেই

সমরেশ মণ্ডল

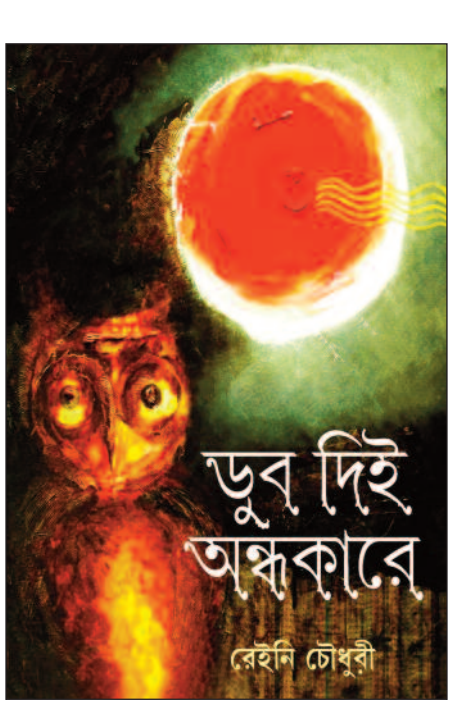

অসামান্য আলো আছে তাঁর হাতে ,যখন তুলি ধরেন তখন তাঁর বেগবান তুলি ও কলমের লেখা ও আঁচড়ে বিভ্রমহীন একটি অ-সুলভ দ্যোতনা জাগে,তার নাট্য সংলাপে বদলে যাওয়া চরিত্রের ভিতর ঢুকতে আদৌ সময় লাগে না,এ হেন রেইনি চৌধুরীর কবিতার বই হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে রচিত জীবন পাঠের অভিজ্ঞতায় জারিত হতে হয়।

'বুকের ভিতর দীর্ঘ ছায়া/অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একা/আধভাঙ্গা চাঁদ মাথার উপর/দুলছে যেন হিমের হাওয়া...' এই যে দীর্ঘ ছায়া বুকের ভিতর, তাঁর নিবিড় নিঃশ্বাস যা দুলছে,সেই তো হাওয়া;এখানে হাওয়াটাই দুলছে; যা বস্তুত শেষ লাইনে বলছেন তোকে ছুঁয়েই জীবন গড়ি', কিন্তু কোন সে জীবন?

'দরজা ভেজা এই পৃথিবী/ম্লান মুখে আর চায়/ তোমায় আমায় এক করে/আজ বৃষ্টি যে ভেজায়।' এখানে বর্ষার বৃষ্টিকে রেইনি বিচিত্র পেশায় নিযুক্ত করেছেন তাই বলছেন 'বৃষ্টি তোমার দিনমজুরি' বর্ষার দিনে বৃষ্টি হবেই এটাই তো স্বাভাবিক বৃষ্টিকে দিনমজুর বানিয়েছেন।

আবার তাঁর 'সংকট' কবিতায় জীবন পাঠ ভিন্নতর আঙ্গিকে ফুটে ওঠে' তুমি তীব্র হয়ে উঠলে/ আকাশ নক্ষত্রহীন হয়খ।' সেই তীব্রতা সামান্য নক্ষত্র আলোয় অদ্ভুত স্মিত। ফুটে ওঠার ভাষ্যে জেগে ওঠে

আধখোলা চোখের পাতায় ধরে
রেখেছি তোমাকে নক্ষত্রহীন...'

এই সমগ্র জাগ্রত জগৎ যা আসলে প্রথাগত নক্ষত্রহীন তা 'আধখোলা চোখের পাতায় ধরে' যায় এবং তা আকাশের নিচে'!

'আগুন নেভে না কোনো কালে/ সম্পূর্ণভাবে নেভে নাখ'পাঠককে প্রথম লাইন পাঠের পর একটু যতিচিহ্ন এঁকে দেয়, কোনো কালে নেভে না বলা কোনো আপ্তবাক্য নয় বরং প্রত্যয়ী উচ্চারণ নিভে যায়, নিভতে পারে, উপরে নিভে গেলেও ভিতরে রাবণের চিতা জ্বলে ,জ্বলতে পারে তাই একটি শব্দের উপর সব ভার ছেড়ে দেয়- 'সম্পূর্ণভাবে' নেভে না।

যে বৃষ্টিকে দিনমজুরির কথা বলেছেন কবি,অন্যত্রে আবার ঘুম ঘুম চাদরে ঢাকা-বর্ষার আবহ এঁকে বলেছেন, ঘনঘোর মেঘে ঢাকা আকাশ দেখলে তাঁর মনে হয়' কারো গর্ভে শুয়ে আছি আমি,/অপেক্ষার রং মেখে দীর্ঘ এই শুয়ে থাকাখ' এইখানে খুব সচেতন ভাবে বলছেন 'কারো গর্ভে শুয়ে আছি' এমন নয় মাতৃগর্ভে শুয়ে আছি। কেননা প্রথমেই বলেছি পড়তে পড়তে জীবনকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। পরতে পরতে খুব সাধারণ কথা কিন্তু এখানে এই 'কারো' শব্দটি একটি ভূগোলকের মেরুদন্ডের কাজ করছে যার উপর প্রদক্ষিণ করা চলে সচল এবং সজল পৃথিবীর।

'প্রেম' কবিতায় তার আশ্চর্য এক অনাদি অনন্ত বিশ্বের খন্ডিত মুহূর্তকে আঁকা হয়েছে' প্রেম ও কামের মধ্যে/ যে পার্থক্য আছে তাকে ছুঁতে গেলেই/ তা উড়ে গেল সৈকতের দিকে/ যেখানে বসতের কোন গন্ধ নেইখএই যে প্রেম ও কামের তফাৎ উল্লেখিত শেষ চরণে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। 'যেখানে বসতের কোন গন্ধ নেই' মানুষের রক্তেই তো বসতের গন্ধ, বসত থাকলেই কামিনী কাঞ্চনের চাহিদা। কিন্তু সৈকতের দিকে উড়ে যাওয়া মানেই হল তা আদি অনন্তের জিজ্ঞাসার ভিতরে ডুব দেওয়া। আদি জীবকোষের সৃষ্টি তো সেই সুমুদ্রেই হয়েছিল। এখানে আদি মাতার কাছে ফিরে যাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে, ফলে সার্থকনামা হয়ে ওঠে নামকরণ ,ডুব দিই অন্ধকারে।

সুন্দর মুদ্রিত ও শিল্পী প্রবীর দাশের নয়নমনোহর প্রচ্ছদে মন খুশি হয়ে ওঠে।

ডুব দিই অন্ধকারে।
রেইনি চৌধুরী।
ঈশপ।
পঞ্চাশ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বনগাঁয় ব্যবসায়ীর বাড়ি-রাইস মিলে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বনগাঁর ব্যবসায়ীর বাড়ি-রাইস মিলে ইডির হানা। দিন কয়েক খাদ্য দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগে বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পরবর্তীতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে ইডি। এবার জ্যোতিপ্রিয় সূত্র ধরে বনগাঁর এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিল ইডির আধিকারিকেরা। শনিবার সকাল সাতটা নাগাদ ব্যবসায়ী কালীদাস সাহা এবং মন্টু সাহার বনগাঁ কোড়ার বাগানের বাড়ি রামনগর রোড সংলগ্ন অফিস ও কালুপুরের রাইস মিলে হানা দেয়। বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় বাড়ি সহ মিল এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কালীদাস সাহা, মন্টু সাহা ২০০৪-৫ সাল নাগাদ কালুপুরে এই রাইস মিলটি তৈরি করেছিল। প্রথমে তারা বাড়ি করার জন্য জমি কিনেছিল। পরে রাইস মিল করায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। চালকল থেকে ধোয়া, ধুলো এলাকা ভরে যায় বাসিন্দারা তা নিয়ে বিক্ষোভও করেছিলেন একাধিকবার। প্রথমে চাল এলাকায় সাপ্লাই করলেও ২০১১ সালের পর থেকে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে তাদের ব্যবসা। একে একে আশেপাশের জমি বিশাল আকারের একটি রাইস মিল তৈরি করেন সাহা ব্রাদার্স। বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে সখ্যতা ছিল তাদের। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হয় তাকে কেউ কিছু বলতে পারত না এমনটাই জানিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা। প্রচুর গাড়ি আসতো এই মিলে এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগ মন্ত্রী সহযোগিতায় কালোবাজারি মাধ্যমে প্রচুর টাকা উপার্জন করে বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক সম্পত্তি হাকিয়েছে এই সাহা ব্রাদার্স বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই ফ্লাওয়ার মিল থেকে রেশনের চাল, আটা বাইরে সাপ্লাই হত। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ নদিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে খাদ্য দপ্তরের রেশনের আটা ও চাল সাপ্লাই হত। চাল ও আটার গুণগতমান খুবই খারাপ ছিল। এদিন ইডি আধিকারিকেরা এলাকায় আসার খবর পেয়ে মিলের সামনে দলে দলে ভিড় করে গ্রামের বাসিন্দারা। এদিন সকাল থেকেই মন্টু সাহা ও কালি দাস সাহা নিজেদের বাড়িতেই ছিলেন। এদিন দুপুরে রাইস মিলের উল্টদিকে একটি গোডাউনে হানা দেয় ইডির আধিকারিকেরা। সেখান থেকে পাঁচ বস্তা নথি উদ্ধার করে নিয়ে যায় তারা। প্রায় সাত ঘণ্টা জেরার পর কালীদাস সাহাকে ফ্লাওয়ার মিলে নিয়ে যায় আধিকারিকরা। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন জায়গাতেই তদন্ত চালাচ্ছে আধিকারিকেরা। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির কোনও যোগ মিলে কিনা কিংবা তদন্তের গতিপ্রকৃতি শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যায় সেটাই দেখার।

দূষণমুক্ত সমাজ গড়তে সাইকেলে করে সচেতনতামূলক বার্তা গোঘাট বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সারা রাজ্য জুড়েই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার অতিক্রম করলো ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। তাই ডেঙ্গু নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি করতে দেখা গেল হুগলির আরামবাগ মহকুমার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচীকে। পাশাপাশি দূষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করার বার্তা দিতে এই সাইকেল মিছিল হয়। শনিবার তিনি সাইকেলে করে ব্লকের অন্যান্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতে ডেঙ্গু রোগ বিষয়ের সচেতনমূলক কর্মসূচি করেন। ব্লক জুড়ে এই কর্মসূচি হয়। গোঘাট পঞ্চায়েত থেকে সাইকেলের র‍্যালি শুরু হয়। তারপর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বেশ কয়েকদিন আগে ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী ভর্তি হলেও মৃত্যুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ডেঙ্গু সম্পর্কে ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তরে প্রচার চালানো চলছে। বাড়ির চারপাশে জল না জমা থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো, মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর বার্তা দেওয়া হয়। এদিন ডেঙ্গু সচেতনতা সম্পর্কে বিডিও সম্রাট বাগচী বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাই আমরা গোঘাট এক নম্বর ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি প্রতিটি পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করা নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়। ছুটির দিন বিশেষ করে শনি ও রবিবার ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধানের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি করা হবে বলে জানা যায়। অন্যদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজা বলেন, মূলত দূষণমুক্ত সমাজ গড়তে বিডিও নির্দেশে এই সাইকেল মিছিল হচ্ছে।

মেদিনীপুরে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার রাজ্যে জুড়ে ইডির তল্লাশি অভিযানের মাঝখানেই মেদিনীপুর শহরে বিজেপির একটি প্রতিবাদ-মিছিল বের হয়। খাদ্য দুর্নীতির প্রতিবাদে আয়োজিত সাংসদ দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে এদিনের প্রতীকী মিছিলে এক বিজেপি কর্মীকে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাজিয়ে তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হয়। মিছিলে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাজানো হয়। পাশে ছিল অনুব্রত মণ্ডলের সাজে এক বিজেপি কর্মীও। এই মিছিল শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই বিজেপি কর্মীকে আটক করার অভিযোগ ওঠে কোতোয়ালি থানার বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী সেজে মিছিলে হাঁটা মহিলা কর্মী গীতিকা দাস এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাজা বিজেপি কর্মী বুদ্ধদেব পলমলকে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসার অভিযোগ করেছেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তারপরই বেলা দুটো থেকে কোতোয়ালি থানায় রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুদাম পণ্ডিত সহ একঝাঁক রাজ্য স্তরের নেতারাও পৌঁছেছেন কোতোয়ালি থানায়। বিশাল পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাফ এসে পৌঁছয় থানায়। বিজেপির পক্ষ থেকে কোতোয়ালি থানার আইসিকে কটাক্ষ করে স্লোগান দেওয়া হয়।

গাড়ির শোরুম উদ্বোধনে এসে মোদি-শাহকে একহাত নিলেন মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে রাম মন্দিরের ডিক্লেয়ার করেই ওরা লোকসভা ভোটের নির্বাচনে আসতে চাইছে। এবারের লোকসভার ভোটের লড়াইটা হবে মোদি - শাহ বনাম ইন্ডিয়া জোটের। লোকসভার ৫৭৩ টি আসনের মধ্যে এবারে ৪০০ টি আসনে একের বিরুদ্ধে একের লড়াই হবে। সেটা বিজেপি ভালোমতো জানতে পেরে গিয়েছে, তাতেই এখন ওরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকার লড়াই নেমেছে। শনিবার দুপুরে মালদায় একটি বেসরকারি কর্মসূচিতে এসে এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দুষেছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। এদিন পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর এলাকার একটি বেসরকারি কোম্পানির চার চাকার গাড়ির শোরুমের উদ্বোধন করেন তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র। আর এই কর্মসূচির মধ্যেই বিধায়ক সরাসরি কেন্দ্রের তদন্তকারী দুটি এজেন্সি এবং মোদি ও অমিত শাহের বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনা করেন।

বিধায়ক মদন মিত্র বলেন , এতদিন তো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি ইডি-সিবিআই বিজেপি এবং আরএসএসের হস্তক্ষেপে চলছিল। কিন্তু এখন তাদের কাছ থেকে সেই ক্ষমতা চলে গিয়েছে। এখন কেন্দ্রের দুইজন লোক এই এজেন্সিগুলোকে চালাচ্ছে। বিগত দিনে আমরা দেখেছি তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জিকে যখন তখন হয়রানি করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এমনকী অভিষেক ব্যানার্জির পরিক্রমা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃণমূল সব সময় সত্য ঘটনা উদঘাটনের জন্য সহযোগিতা করে এসেছে। সুতরাং প্রত্যেকেই সত্যটা জানতে চাই। এদিন মদন মিত্র বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট হওয়ার পর থেকেই ওরা এখন অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ৫৭৩ টি আসনের মধ্যে ৪০০ আসনে সরাসরি একের বিরুদ্ধে এক লড়াই হবে। তার ফল যে কি হতে পারে সেটাও মোদি ও অমিত শাহের সরকার ভালো করে জানেন। কিছুদিন পরেই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাতে চারটি রাজ্যে গোহারা হারবে বিজেপি। আরো একটিতে জয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এবারে ইন্ডিয়া জোটের বিরোধিতা করলেও কোনও লাভ হবে না।

বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, সাংসদ মহুয়া মিত্র যখন এথিক্স কমিটি থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন অন্যান্য দিল্লিতে উপস্থিত কংগ্রেস ও সিপিএমের সাংসদরাও তার পাশে থেকে সেই এথিক্স কমিটি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং এতে মনে করা হচ্ছে দিল্লির কংগ্রেস, সিপিএম নেতৃত্ব এবং এ রাজ্যের কংগ্রেস, সিপিএমের মধ্যে আচরণগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। যদিও এরাজ্যে কংগ্রেস ও সিপিএমের কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন ইন্ডিয়া জোটের লক্ষ্য একটাই, নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

সুন্দরবনের শিক্ষকের বিশ্বরেকর্ড !
গাণিতিক সংখ্যাগুলিকে সর্বাধিক লিপিতে লিখে গড়লেন নতুন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর২৪ পরগনা জেলার সোদপুরের মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ভাস্কর পাল গাণিতিক সংখ্যাগুলিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের ১০০ টি ভিন্ন লিপিতে লিখে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বুক অফ রেকর্ডস তাঁর এই কৃতিত্বকে বিশ্বরেকর্ড হিসেবে নথিভুক্ত করে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

ভাস্কর পাল সুন্দরবনের সন্দেশখালির সুকদোয়ানী গাববেড়িয়া দয়ালচাঁদ বিদ্যাপীঠের গণিত শিক্ষক। গণিত বিষয়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের গাণিতিক লিপি সংগ্রহ করে, সেগুলি লেখার বিষয়ে দক্ষতা তৈরি করেন। একনিষ্ঠ শ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রাচীন গ্রিস, রোম, পারস্য, মিশর, চিন, ব্যাবিলন, সুমেরীয়, মায়া সভ্যতা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, ওড়িয়া, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, মণিপুরি, লেপচা-সহ ১০০ টি ভিন্ন লিপিতে গাণিতিক সংখ্যাগুলিকে তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন। গণিতচর্চার ইতিহাসে এমন কৃতিত্ব বিশ্বে এই প্রথম।

এই বিষয়ে ভাস্কর বাবু বলেন, নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গণিত বিষয়ে আরও উৎসাহিত করতে আমি এই উদ্যোগ গ্রহণ করি। পাশাপাশি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের সম্মান বৃদ্ধির বিষয়টি আমার মাথায় ছিল। ছাত্রজীবন থেকেই ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনকে নিজের গুরু বলে মানতাম।

বারাসাত কেএনসি রেজিমেন্ট ক্লাবের এবারের থিম ‘ত্রিদেব’

সুমন তালুকদার, বারাসাত

কালী পুজোর শহর বারাসাত। কালীপুজোকে ঘিরে বারাসাত বরাবরই শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জিতেছে। বারাসাতের এই ঐতিহ্য, যে যে পুজো উদ্যোক্তারা ধরে রেখেছে তাদের মধ্যে অন্যতম বারাসাত কেএনসি রেজিমেন্ট ক্লাব। ৬৪ তম বর্ষে তাদের কালীপুজোর থিম ত্রিদেব। বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা। ফলে পুজোতেও লেগেছে রাজনৈতিক রং। রাম মন্দিরের পাল্টা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে একযোগে সৃজনশীল ভাবনা ত্রিদেব রূপে তুলে ধরে টক্কর দিতে চলেছে বারাসাতের কেএনসি রেজিমেন্ট। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজেপিকে সর্বত্রই টক্কর দিচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। তাই রাজনৈতিক যুদ্ধা এবার পুজোর পুজোর মণ্ডপসজ্জাতেও। দুর্গা পুজোয় কয়েকটি জায়গার মণ্ডপসজ্জায় রাম মন্দির দেখা গিয়েছিল। এবার বারাসাতে তার পাল্টা হচ্ছে ত্রিদেব। এমনটাই প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও অশনি মুখার্জি জানান, টক্করের কোনও বিষয় নয়। অনেকেই আমাদের দেবতা রাম নিয়েই থাকতে পছন্দ করেন। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তিনি সর্বদাই সকলে নিয়েই চলতে চান। তার মতাদর্শকে পাথেয় করেই আমরাও একের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের আদি দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে একসঙ্গে নিয়েই আমাদের মণ্ডপসজ্জার ভাবনা করেছি। প্রায় তিন মাস ধরে এই মণ্ডপের কাজ চলছে। মণ্ডপসজ্জার কাজ শেষের মুখে। পুজোর বাজেট কোটির উপরে।

খুনের সন্দেহে বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পটাশপুর: ১২ বছরের কিশোরকে খুনের সন্দেহে এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাঙচুর করল প্রতিবেশীরা। এমনকী পটাশপুর-বালিচক রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা।

জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ১ ব্লকের নৈপুরের ১২ বছর বয়সি এক কিশোর শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে ওই কিশোরের পরিবারের লোকজন পটাশপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ওই নৈপুর এই এলাকার অভিজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে আটক করে পটাশপুর থানার পুলিশ।

SBI
আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান-৭১৩১০১ (পঃবঃ)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেল : sbi.10264@sbi.co.in
গাড়ি নিলাম

এসবিআই দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি নিলামে বিক্রি করা হবে **১৩.১১.২০২৩** তারিখে **(সোমবার)**। ইচ্ছুক ক্রেতাদের **০৯.১১.২০২৩** তারিখে **(বৃহস্পতিবার) সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ২:০০টার** মধ্যে গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানটি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিলামের দরপত্র খোলা হবে **১৩.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২:০০টায় আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান, ৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান-৭১৩১০১** -তে, **যোগাযোগ নং : ৮০০১১৯৩৭০৬**

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	মজুত মূল্য	ইএমডি
১.	নির্মাণকারী: **মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ,** মডেল : **মারুতি সেলেরিও ভিএক্সআই এএমটি;** রেজিস্ট্রেশন নং. **WB42AQ 3809,** রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ০১.১০.২০১৮, ইঞ্জিন নং. : **K10BN2153292,** চেসিস নং. : **MA3ETDE1S00531880,** মালিকের নাম: **সন্দীপ সিং। লোন অ্যাকাউন্ট নং 37962318787, বকেয়া পরিমাণ - ৪১৩২২৬.৯৯ টাকা**	২০১৮	১,৬৩,০০০.০০ টাকা	১৬,৩০০.০০ টাকা বর্ধিত মূল্য ১০০০.০০ টাকা

গাড়ি **‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যা যেমন আছে’** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) **ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা “এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান”-র অনুকূলে ১০.১১.২০২৩ তারিখে (শুক্রবার) বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত নিলামস্থলে।** নগদ গৃহীত হবে না। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ “বিড” অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম” জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে ‘বিক্রি শংসাপত্র” প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ “বিড”-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। “**এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান**” বা অন্য এসবিআই শাখাসমূহ/অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।

তারিখ : ০৫.১১.২০২৩
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত আধিকারিক, এসবিআই
মোঃ- ৮০০১১৯৩৭০৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
“ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।”

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**প্রয়াত দেবাশিস মিত্র (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** **১. শ্রী বাপ্পা মিত্র (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা দেবাশিস মিত্রর আইনি উত্তরাধিকারি)** পিতা প্রয়াত দেবাশিস মিত্র, গ্রাম - শ্যামপুর সেতনা রোড থানা - বজ বজ কলকাতা - ৭০০১৩৭ এবং **২. শ্রীমতি কল্পনা মিত্র (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা দেবাশিস মিত্রর জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারি)** স্বামী প্রয়াত দেবাশিস মিত্র **শাখা : উত্তর রায়পুর ব্রাঞ্চ**	০৮.০৮.২০২৩ এবং ০৩.১১.২০২৩	**৭,৬৪,০৮৬.০০ টাকা (সাত লাখ চৌষট্টি হাজার ছিয়াশি টাকা) ০৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১১ ছটাক ২৮ বর্গফুট এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ বসবাসের ভবন প্ল্যান নং ৩-৬/এমএম/২/২১২/২০০২ তারিখ ১৬.০৫.২০২৩, মৌজা- শ্যামপুর,খতিয়ান নং ৭৯৯ (আরএস ১২০৮), দাগ নং ১০০০, জেএল নং ৪৬, তৌজি নং ১৩৪, পরগনা-মাগুরা, হোল্ডিং নং বি-২-১৯১/এ/নিউ, ওয়ার্ড নং ৩৫, মহেশতলা পুরসভা অধীন, শ্যামপুর সেতনা রোড, থানা-মহেশতলা, ডিআরও আলিপুর, এসআরও বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত দেবাশিস মিত্র এবং সনৎ মিত্রর সম্পত্তি, দক্ষিণে : শান্তিলতা মিত্রর সম্পত্তি, পূর্বে : নন্দলাল বসু এবং অন্যান্যর (দাগ নং ৭৯৭) সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্যামপুর সেতনা রোড সমন্বিত।

তারিখ : ০৩.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ইমেল : apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স দেন্দওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কস স্বত্বা : মহ মকবুল আলম** পাতিয়ানা মহল্লা, পো এবং থানা-কুলটি, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩৪৩, **২) মহ মকবুল আলম (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পতিয়ানা মহল্লা, পো এবং থানা-কুলটি, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩৪৩। **জামিনদাতা : মহ ইফতেকার আলম** আতিয়ানা মহল্লা, পো এবং থানা - কুলটি, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩৪৩, **খ) আপকার গার্ডেন শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি **মহ মকবুল আলমের** নামে, বিক্রয় দলিল নং ৫০৩০/১৯৯৩ তারিখ ০৩.০৮.১৯৯৩, বিক্রয় দলিল নং ৫০২৯/২০১৯ তারিখ ০৩.০৮.২০১৯, হেবানামা নং ৪৪২৬/২০০৫ তারিখ ২৬.০৮.২০০৫, মৌজা- সালানপুর, জেএল নং ২৭, প্লট নং ০৬, খতিয়ান নং ৭৯৫, সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া-০৩ কাঠা, দেন্দওয়া চিত্তরঞ্জন রোড, থানা-সালানপুর, জেলা-বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৫৭, **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে:** উত্তরে : শ্রী ধনরাজ স্টেয়ার এর ক্রাসার, দক্ষিণে : শুকদেব মোদির ভবন, পূর্বে : নিয়ামতপুর- চিত্তরঞ্জন রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি সমন্বিত।	**৫৩,৯৮,১৪১.০০ টাকা -** ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট **৮,৪৫,৩৯৫.০০ টাকা** - টার্ম লোন **মোট বকেয়া ৬২,৪৩,৫৩৬.০০ টাকা** (বাষট্টি লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা) **০২.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং** ০৩.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং শুল্ক সহ	**ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা (*) খ) ২,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB50223786258 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স ডব্লুআরসিইএল (অংশীদারি সংস্থা) অংশীদার (গণ) : ১) শ্রী সৌগত মুখার্জি ২) সুজাতা মুখার্জি** ১৮৬(৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হুটন রোড, আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০১। **২) সৌগত মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং অংশীদার- মেসার্স ডব্লুআরসিইএল)** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬(৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হুটন রোড, আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০১। **৩) সুজাতা মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং অংশীদার- মেসার্স ডব্লুআরসিইএল)** স্বামী সৌগত মুখার্জি ১৮৬(৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হুটন রোড, আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০১। **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাত মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত) জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ক) শ্রীমতি প্রতিভা মুখোপাধ্যায়** স্বামী প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় **খ) শ্রী সৌগত মুখার্জি** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় **গ) শ্রীমতি সোনা ব্যানার্জি** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, **সকলের ঠিকানা :** ১৮৬(৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হুটন রোড, আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০১। **খ) আপকার গার্ডেন শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবন **প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত) এর নামে, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী আইনি উত্তরাধিকারী ক) শ্রীমতি প্রতিভা মুখোপাধ্যায় স্বামী প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, খ) শ্রী সৌগত মুখার্জি, পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, গ) শ্রীমতি সোনা ব্যানার্জি,** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা : ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হুটন রোড, আসানসোল,জেলা -বর্ধমান, থানা-আসানসোল, এডিএসআর-আসানসোল, মৌজা- আসানসোল পুরসভা, জেএল নং ২০,আরএস প্লট নং ৫৬৮৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩১১০, এলআর নং ৬৩২২ মোট পরিমাণ এরিয়া -৬.২ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: সঞ্জয় সাউ এর ভবন, দক্ষিণে : অঞ্জনি ইমপেক্স, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : এস কে বর্মার সম্পত্তি সমন্বিত।	**৭৫,৩৯,৮২৭.০০ টাকা -** ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট এবং **২১,২৩,৪৮৫.০০ টাকা** - টার্ম লোন **মোট বকেয়া ৯৬,৬৩,৩১২.০০ টাকা** (ছিয়ানব্বই লাখ তেষট্টি হাজার তিনশো বারো টাকা) **০২.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং** ০৩.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং শুল্ক সহ	**ক) ৫৯,৫৭,০০০.০০ টাকা (*) খ) ৫,৯৫,৭০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB50325223063 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৬.১২.২০২৩ থেকে ০৭.১২.২০২৩ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৪.১২.২০২৩; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি’র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর “১৮০০১০২৫০২৬” এবং “০১১-৪১১০ ৬১৩১” যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০২.১১.২০২৩
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

‘এক ফোনে এমএলকে বলুন’ নামে ৩টি হেল্পলাইন নম্বর চালু বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলে যোগদান করেই এলাকার মানুষকে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে ‘এক ফোনে এমএলকে বলুন’ নামে তিনটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেন কোতুলপুরের বিধায়ক। তোলা আদায়ের জন্য এই হেল্পলাইন নম্বর বলে কটাক্ষ বিজেপির।

সবেমাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। এর মধ্যেই তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার দেবাংশু ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা, জোৎস্না মান্ডির উপস্থিতিতে তিনটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেন কোতুলপুর বিধানসভার লোকজনের জন্য।

কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার তৃণমূলে যোগদান করে বলেছিলেন, বিজেপিতে থেকে তিনি উন্নয়ন করতে পারছেন না, মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না, তাই তিনি মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং উন্নয়ন করার জন্য তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তাঁর বক্তব্য বাস্তবায়নের জন্য শুক্রবার কোতুলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিজয়া সম্মেলনে এলাকার মানুষের জন্য তিনটি হেল্পলইন নম্বর চালু করলেন বিধায়ক।

বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের দাবি, ‘মানুষ আমাদের জিতিয়েছে সেবা পাওয়ার জন্য। জেতার পর থেকে সেভাবে মানুষকে সেবা করতে পারছিলাম না। বিজেপি এমপি, এমএলএদের নির্দেশে ১০০ দিনের টাকা এবং আবাস যোজনা টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। যে মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, তাদের সমস্যার কথা শোনার জন্য এক ফোনে এমএলএ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।’

বিধায়কের এই হেল্পলাইন নম্বর চালু করাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস দাবি করেন, যাঁরা দুর্নীতি করবেন তাঁদের সমস্যা সমাধান করার জন্য বিধায়ক এই নম্বর চালু করেছেন। বিধায়ককে কটাক্ষ করে জানান, তিনি নতুন দলে যোগদান করেছেন কোথায় কোথায় কাটমানি, সেই খোঁজটা তিনি জানেন না। যার জন্য এই নম্বরগুলি দিয়েছেন যে কোথা থেকে কাটমানিগুলি আসবে বিধায়ককে আগে জানান যাতে বিধায়ক আর না লাগতে পারে।

বিজেপি ছেড়ে ১০০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুরে বিজেপি ছেড়ে ১০০ কার্যকর্তা সহ ১০০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর হাইস্কুল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বিজেপির ১০০ কার্যকর্তা সহ এক হাজার জন কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন জেলা সভাপতি ও বিধায়কের হাত ধরে। গত ২৬ অক্টোবর কোতুলপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আজ শনিবার হরকালী প্রতিহারের নেতৃত্বে এক হাজার জন বিজেপি কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক হরকালী প্রতিহার, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত জেলা সভাপতি অলোক মুখোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত জানান, শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির প্রতি আস্থা হারিয়ে শয়ে শয়ে কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। উল্লেখ্য, গত ১ তারিখ কোতুলপুরে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, কোতুলপুরের বিধায়ক একা তৃণমূলে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। আজ এক হাজার জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগদান করিয়ে সাংবাদিকদের কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার জানান, এটা ট্রেলার মাত্র, পিকচার আভি বাকি হ্যায়।

তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান, বিজেপির কোনও কর্মী বা কার্যকর্তা তৃণমূলে যাননি। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঁওতাবাজি ওরা সব জায়গাতে ভাওতা দেয়। বর্তমানে তৃণমূলের যা অবস্থা তাতে কেউ তৃণমূল কংগ্রেসে যাবে না বলেই তিনি দাবি করেন।

ডাইনি সন্দেহে ১জনকে বেঁধে রাখার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডাইনি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে শুক্রবার থেকে বেঁধে রাখার অভিযোগে আলোড়ন সৃষ্টি হয় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জৌগ্রাম পঞ্চায়েতের জৌগ্রাম উত্তরপাড়ার আদিবাসী এলাকায়। অবশেষে খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ও চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করে।

জানা গিয়েছে, গত শনিবার এই আদিবাসী পরিবারের এক বধূ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মেমারি হাসপাতালে। পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর মরদেহ ময়নাতদন্তের পর তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। মৃতদেহ বাড়ি আনার পর থেকে বধূর শ্বশুর অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেন বলে অভিযোগ। এমনকী পরবর্তী সময় আরও দু’জন মারা যাবে বলে নাকি তিনি আওড়াতে থাকেন বলে দাবি। তাঁর ওপর ডাইনি ভর করেছে বলে মহিলা সহ প্রতিবেশীরা তখনই মনে করেন বলে দাবি। এই সন্দেহে বেঁধে রাখা হয় তাঁকে।

সাত বছর পর চাকরির পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চাকরির পরীক্ষা হওয়ার প্রায় সাত বছর পরে সেই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে পেলেন কর্মপ্রার্থী! অবাক করা এই কাণ্ড ঘটেছে বর্ধমান শহরের নারকেল বাগান এলাকায়। ঘটনার তদন্ত চাইছেন আবেদনকারী।

বর্ধমান শহরের বাসিন্দা আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬ সালে কৃষি দপ্তরে চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করেন। ২০১৬ সালের ১৮ মার্চ কর্মক্ষেত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেন আশিস। সেই বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, রাজ্য কৃষি দপ্তরে কৃষি

প্রযুক্তি সহায়ক পদে ৮১৮ জন নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক। বিজ্ঞপ্তি নং- ০৪/ডব্লিউবিএসএসসি/২০১৬। বেতনক্রম ছিল ৫৪০০-২৫২০০। সেই মতো আশিসবাবু আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন করার পর থেকে প্রায় সাত বছর তাঁর কাছে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড বা আনুষঙ্গিক কিছু আসেনি বলে দাবি। তাঁর দাবি, হঠাৎই ০১.১১.২৩ তারিখে দুপুর একটা নাগাদ ডাকযোগে কৃষি দপ্তরের সেই পরীক্ষার একটি অ্যাডমিট কার্ড পান তিনি। যা পেয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়েও, অ্যাডমিট খুলেই হতবাক আশিসবাবু। কারণ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে প্রায় সাত বছর আগে ২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। যা দেখে কার্যত মুষড়ে পড়েন আশিসবাবু। তিনি চাইছেন এই ঘটানার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। কার ভুলে তাঁকে এই খেসারত দিতে হল, তা প্রকাশ্যে আসুক। বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করার কথাও ভাবছে তিনি। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে চরম রাজনৈতিক বিতর্ক। বিরোধী দলগুলি একযোগে শাষসকদল ও রাজ্য

তদন্তের দাবি

সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। তাদের অভিযোগ, যে ভাবে রাজ্যে শিক্ষা ও পুরসভায় সহ একাধিক জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে, এটাও তার অংশ। এখানেও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। যারা চাকরি পাওয়ার যোগ্য তাদের নাম ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দিয়ে দলের লোক চাকরি পেয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। অবিলম্বে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছে বিরোধীরা। যদিও শাসকদলের সাফাই, এটা ডাকযোগে এসেছে। যদি কোনও গলদ থাকে, তা হলে সেখানে হয়েছে।

সিগন্যালের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: যাতায়াতের জন্য কাটআউট অথবা সিগন্যালের দাবিতে শনিবার ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বাম গ্রামের বাসিন্দারা।বতর্মানে কাজ চলছে ২ নম্বর জাতীয় সড়কে। বাম শরণ্যা মোড়ে দীর্ঘদিন আগে ছিল একটি কাটআউট। রাস্তার কাজ চলায় তা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার ওপারেই রয়েছে শ্মশান। ফলে গ্রামবাসীদের দীর্ঘ পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে সেখানে। যার কারণে সমস্যায় পড়ছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা ছাড়াও বাম গ্রামে রয়েছে একাধিক স্কুল, হোম, নার্সিংহোম, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তার ওপারে যেতে হলে যেতে হচ্ছে ঘুরপথে প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে তবেই পৌঁছতে পারছেন রাস্তার ওপারে। এতে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমনই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রত্যেকটি মানুষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরে জানানোর পরেও মেলেনি কোনও সুরাহা, এই বিষয় নিয়ে গ্রামবাসীরা হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও নির্বাক সমস্ত মহল। কোনও উদ্যোগই নিতে দেখা যায়নি। তাদের কাছ থেকে মেলেনি কোনও সদুত্তর। তাঁদের দাবি, গ্রামবাসীরা সমস্ত জায়গায় অভিযোগ জানানোর পরেও শুধুমাত্র রিসিভ কপিটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রিসিভ কপি রিসিভ কপিতেই থেকে গিয়েছে, হয়নি কোনও কাজ।

উদ্ধার বিপুল টাকা, ধৃত গাড়ির মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার রাতে নাকা চেকিংয়ের সময় বর্ধমানের তেলিপুকুর এলাকায় ট্র্যাফিক পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ব্যাগ ভর্তি টাকা সহ চারচাকা একটি গাড়ি। কালো রংয়ের গাড়িটির নম্বর ডব্লিউবি ৪২ বিসি ৮৫৭০। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, ডিএসপি ট্র্যাফিক ২ রাকেশ চৌধুরী সহ ট্র্যাফিক বিভাগের আধিকারিকরা।

গাড়ির মধ্যে বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে না পারায় পুলিশ চার চাকা গাড়িটি সহ যাত্রীদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। বর্ধমান থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করার পর গাড়ির ভিতরে থাকা ব্যাগ ভর্তি ৪০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেপ্তার করা হয় গাড়ির মালিক তথা চালকলের মালিক অচিন্ত কুমার যশকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী উদ্ধার হওয়া টাকার কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেননি। যার কারণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃত ওই চালকলের ব্যবসায়ীকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে বর্ধমান থানার পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বর্ধমানের তেলিপুকুর এলাকায় ট্র্যাফিক পুলিশ নাকা চেকিং করছিল। সেই সময় আরামবাগের দিক থেকে সদরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে একটি কালো রংয়ের চার চাকা গাড়িকে বর্ধমান শহরের দিকে ঢোকার মুখে আটকায় পুলিশ। গাড়ির তল্লাশি করতেই একটি বড় ব্যাগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ পাঁচশো টাকার নোটের বান্ডিল দেখতে পায় পুলিশ। কী কারণে এত টাকা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গাড়ির যাত্রীদের কেউ সদুত্তর দিতে পারেনি বলেই অভিযোগ। বরং সেইসময় যাত্রীরা তাঁদের বর্ধমানের একাধিক পরিচিত ব্যক্তিদের ফোন করে তাঁদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে খবর দেন।

লাউদোহায় আজও ভক্তিভরে মা পূজিত ঠেক কালী রূপেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা বাস স্ট্যান্ডের সামনেই রয়েছে কালী মন্দির যা ‘ঠেক কালী’ নামে পরিচিত।

১৯৯৬ সালে এখানে কালীপুজোর প্রচলন শুরু হয়। মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত দেবব্রত সরকার, বিদ্যুৎ ঘটক, মিলন বন্দ্যোপাধ্যায়রা জানান, এখন যেখানে মন্দিরটি রয়েছে যুবক বয়সে সেখানে বসত তাঁদের আড্ডার আসর। এক জায়গায় যুবকদের আড্ডা বা ঠেক বসত বলেই এই কালীর নাম রাখা হয় ‘ঠেক কালী’। সে সময় কম বেশি তাঁরা সকলেই যাত্রা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজেরাই তৈরি করেছিলেন ‘বিনোদিনী’ নাট্য সংস্থা। ১৯৯৬ সালে ‘পালকি ভাঙা বউ’ নামে পালা করা হয়। তাঁদের অভিনীত এই যাত্রা বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত হয়। যাত্রার একটি দৃশ্যের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কালী প্রতিমার। সেই জন্য একটি ছোট্ট মাটির কালী প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল। যাত্রাটির সাফল্যের কারণেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতিমাটি নিরঞ্জন না করে পুজোর আয়োজন করার। সে বছরই খোলা আকাশের নীচে বেদি তৈরি করে প্রথম কালীপুজোর আয়োজন হয়। পরবর্তীকালে তৈরি হয় পাকা মন্দির। বছরভর নিত্য পুজোর পাশাপাশি কার্তিক মাসে হয় বাৎসরিক পুজো। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছর ও পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে।

পंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) সরশুনা (ই-ইউএনআই) শাখা (০৩৬০২০) খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অম্বিকা কম্পিউটেক, স্বত্বা: রাকেশ পাল পিতা শ্রী মনোরঞ্জন পাল ৬/১/এ পারুই দাস পাড়া রোড কলকাতা - ৭০০ ০৬১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবন অবস্থিত মৌজা- বাসুদেবপুর, তৌজি নং ৩৫১, জেএল নং ১৫, আরএস নং ৮২, হাল খতিয়ান নং ১৪৬, দাগ নং ৬৭, কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ২৯৭/এন, প্রেমিসেস নং ৬/১/এ, পারুই দাস পাড়া রোড, থানা-পর্ণশ্রী, ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা- ৭০০০৬১, দলিল নং ৪২৬৭, -১৯৭৩, তাং ১৬.১১.১৯৭৩ রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার আলিপুর, বেহালা, বুক নং ১, ভলুম নং ৭৭, পৃষ্ঠা ১৩৫ থেকে ১৩৯। **সম্পত্তি শ্রী মনোরঞ্জন পালের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : জীতেন্দ্র নাথ, টি পি চাকলাদার এবং শোভা রানি চাকলাদারের সম্পত্তি, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : কৃষ্ণমোহন দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ফনীভূষন চক্রবর্তীর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ২৫.০৭.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১৯,১৫,২১৬.০০ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) সরশুনা কলেজ ব্রাঞ্চ (১৪৯২২০) খ) ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী অনুপ কুমার রায় ২. শ্রীমতি মৌসুমি রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় নং আইসি, দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে, পরিমাণ কমবেশি ৮৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ডবুসি এবং ১ বারান্দা সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা- দক্ষিণ বেহালা, পরগনা- বালিয়া, জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১, তৌজি নং ৩৫১ , সিএস খতিয়ান নং ৩১৩, এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৮২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৩৮২, কলকাতা পৌর সংস্থার (এস এস ইউনিট) অধীন, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩১, যাদব ঘোষ রোড, থানা- ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২৬ অধীন, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-০৬-০০৩১-৩, কলকাতা -৭০০০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস -বেহালা, এস আর অফিস -আলিপুর, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ এবং পরবর্তীতে শ্রীমতি সবিতা ব্যানার্জির এবং শ্রীমতি ভারতী ব্যানার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে : শ্রীমতি আভা ব্যানার্জির জমি এবং ভবন, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে: শ্রী বিমল ব্যানার্জির ভবন, সম্পত্তির মালিক: শ্রী অনুপ কুমার রায় এবং শ্রীমতি মৌসুমী রায় এর সমন্বিত।	ক) ৩০.০৬.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১০,৯৬,৩৭২.০০ টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ৩১.০৫.২০২৩ থেকে
৩	ক) কলকাতা বেহালা (ই-ওবিসি) শাখা খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : ১. শ্রীমতি মাধুরি ঘোষ দস্তিদার, স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ দস্তিদার ২. শ্রী হীরক ঘোষ ৩. শ্রী চন্দন ঘোষ উভয়ের পিতা শ্রী দিলীপ ঘোষ দস্তিদার, ১৪৯, উষা পল্লী, পো. গরিয়া, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা এবং আরটি শেড, দাগ নং ৭৫০, খতিয়ান নং ৩৬২, জেএল নং ৪৮, মৌজা-ব্রহ্মপুর, থানা -যাদবপুর,কলকাতা- ৭০০০৯২, আরও পরিচিত ১৪৯ উষা পল্লি ওয়ার্ড নং ১১১ কেএমসি অধীন, এডিএসআরও এবং ডিএসআরও-আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : অজিত সুন্দরী দেবীর জমি, পূর্বে : শ্রীমতি জে বোস এবং ৩ অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি সি পি, পশ্চিমে : সুবোধ ঘোষের জমি সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি মাধুরী ঘোষ।**	ক) ১০.০৮.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ৯,৫৬,৯৮৩.৭৩ টাকা ৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) সরশুনা কলেজ ব্রাঞ্চ (১৪৯২২০) খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : ১. মহ. জাহিদ ২. শ্রীমতি নাসিমা খাতুন	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক, ৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবন মোট এরিয়া ১৯৮০ বর্গফুট ঢাকা নির্মাণ এরিয়া (অর্থাৎ ৯৯০ বর্গফুট নির্মাণ ঢাকা এরিয়া একতলায় এবং ৯৯০ বর্গফুট ঢাকা নির্মাণ এরিয়া দোতলায়) অবস্থিত মৌজা- চক চাট্টা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৫০০, সমপরিমাণ তৌজি নং ১১৯, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮২, আরএস খতিয়ান নং ৮৫, এলআর খতিয়ান নং ৭৩৫, আশুতি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও-বেহালা,ডিএসআর-২, আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,দলিল নং ১৬০৭০৬৭৫৬-২০১৯ সালের, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৮৫৮ থেকে ২১৪৮৮৮, ভলুম নং ১৬০৭-২০১৯। **সম্পত্তির মালিক: মহ জাহিদ। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মেসার্স সানভি ইন্ডাস্ট্রিজ এর জমি, দক্ষিণে : ২২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে : রবীন নস্কর এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড সমন্বিত।	ক) ৩০.০৬.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ২৮,৭৮,৩৭০.১০ টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.০৬.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) সরশুনা কলেজ ব্রাঞ্চ (১৪৯২২০) খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : ১. শ্রী সন্দীপন চক্রবর্তী ২. শ্রীমতি মীনাক্ষি দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট একতলায়, উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিমাণ কমবেশি ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি, ১ ব্যালকনি সমন্বিত অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ২.২০৮ বর্গফুট এবং তদস্থিত আর টি শেড নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১৩২৪, দাগ নং ১১৯২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৩৭, দক্ষিণ বেহালা রোড, থানা -ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২৫ অধীন, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৫-০৫-০২৩৭-৪, কলকাতা-৭০০০৬১, এডিএসআরও-বেহালা, এসআর অফিস-আলিপুর,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দান দলিল নং১৬০৭০৮৬৮৬-২০১৯ সালের, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ২৭৭০৫৪ থেকে ২৭৭০৭৮, ভলুম নং ১৬০৭-২০১৯, এডিএসআর অফিস-বেহালা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গৌরাঙ্গ প্রসাদ দাসের জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে : শান্তিলাল অধিকারীর জমি এবং ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : শ্রী সন্দীপন চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি মীনাক্ষি দাস।**	ক) ৩০.০৬.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ১৬,৮১,২৬৬.১০ টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩১.০৫.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৬	ক) গরিয়া ব্রাঞ্চ (০১৪৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : ১. শ্রী পঙ্কজ কুমার নস্কর ২. শ্রীমতি অনামিকা নস্কর তারারাট ধামুয়া, পো. ধামুয়া, থানা - মগরাহাট ২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, পিন - ৭৪৩ ৬১০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অর্ধেক সম্পূর্ণ দ্বিতল বসবাসের ভবন পরিবর্তিত বাস্তুজমি পরিমাণ ৪.৫০ডেসিমেল, অবস্থিত গ্রাম -তারারাত, ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা-শ্যামপুর, পরগনা- বারিধাটি,জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৩৭১, তৌজি নং ১৫৬, এবং আর এস দাগ নং ৯৭০৫, থানা- মগরাহাট,পো- ধামুয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা দান দলিল নং ০১৫৯৭-২০১৩ সালের, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর মগরাহাট, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৫, পৃষ্ঠা ১৭৯৯ থেকে ১৮০৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,অনুযায়ী **শ্রী পঙ্কজ কুমার নস্কর এর নামে, সম্পত্তির দলিল অনুযায়ী যথাযথভাবে চৌহদ্দি :** উত্তরে :সুরাট চন্দ্র নস্কর, দক্ষিণে : মানিক লালল মন্ডল, পূর্বে :আনন্দ পুরকায়ত, পশ্চিমে : সুরাট চন্দ্র নস্কর সমন্বিত।	ক) ২৬.০৭.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ১৫,২৭,৮৫১.২৮ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৭	ক) গরিয়া ব্রাঞ্চ (০১৪৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : ১. শ্রী সৈয়দ ইকবাল আহমেদ ২. শ্রীমতি সৈয়দ ইসমাতারা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, একতলায়, দক্ষিণ দিকে পরিমাণ আনুমানিক৭১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা- বৈষ্ণবঘাটা, জেএল নং ২৮, পরগনা-খাসপুর, সিএস দাগ নং ২৯৯, সিএস খতিয়ান নং ২৭২, থানা -যাদবপুর, এডিএসআর-আলিপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ২৫এ, বৈষ্ণবঘাটা লেন, থানা-যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪৭,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ২৮, বৈষ্ণবঘাটা লেন, পূর্বে : এল এন কলোনি, পশ্চিমে : কেএমসি রোড (১৬ ফুট চওড়া), দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২৫/১/১ সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : শ্রী সৈয়দ ইকবাল আহমেদ।**	ক) ১০.০৮.২০২৩ খ) ৩১.১০.২০২৩ গ) ১০,১৮,০৬৩.৬৯ টাকা ৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৮	ক) সরশুনা ব্রাঞ্চ (০৩৬০২০) খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স শঙ্কর স্টোর স্বত্বা - শ্রী শঙ্কর কুমার পাল পিতা শ্রী গণেশ চন্দ্র পাল ২১৩ সরশুনা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৬১	**প্রাথমিক :** মজুত সমগ্র চালু সম্পদের কাঁচামাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন দায় এবং অন্যান্য চলতি সম্পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাজের সাইট ২১৩, সরশুনা মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৬১ তে অবস্থিত সমুদয়। **সমপরিমাণ জামিন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৫ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা সরশুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ৭৪৬, ১৬৬৪, দাগ নং ১৩২৮ কলকাতা পৌরসংস্থার অধীন প্রেমিসেস নং ৬৮, রক্ষিত পাড়া রোড, মন্দিরতলা, থানা - সরশুনা, ওয়ার্ড নং ১২৭, কলকাতা - ৭০০০৬১, দলিল নং ১-৪৮৭৫, তারিখ ০৫.১২.১৯৬৯ বুক নং ১, ভলুম নং ৭৮, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৯, **সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি কমলা পাল। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে - মিত্রর পুকুর, পূর্বে : রীতা পালের সম্পত্তি, পশ্চিমে : দিলীপ রায় মল্লিকের সম্পত্তি এবং সড়ক দক্ষিণে : ফটিক পালের সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ১৭.০৮.২০২৩ খ) ০১.১১.২০২৩ গ) ৯,২৫,৯৫০.১১ টাকা ৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৯	ক) গরিয়া ব্রাঞ্চ (০১৪৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা(গণ) : ১. শ্রী শেখর পাত্র ২. শ্রী সুফল পাত্র ৩. শ্রীমতি রীনা পাত্র গ্রাম - পূর্ব রামনাথপুর, পো. ধামুয়া, থানা - মগরাহাট ২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, পিন - ৭৪৩ ৩৫৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত বাস্তু জমির পরিমাণ ২.৬৭ ডেসিমেল, মোট জমির পরিমাণ ১২২.৯১৬ ডেসিমেল থেকে অবস্থিত জেএল নং ৪৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৭৮, মৌজা - পূর্ব রামনাথপুর, আমড়াতলা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, থানা - মগরাহাট, পো. ধামুয়া, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা দান দলিল নং ১-০২৬৪৪-২০১৫ সালের যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-মগরাহাট, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬২২-২০১৫, পৃষ্ঠা ১৮৯৯৫-১৯০২৪, **সম্পত্তির মালিক শ্রী শেখর পাত্র এবং শ্রী সুফল পাত্র।** প্লটের বিস্তারিত দলিল অনুযায়ী নিম্নরূপ :	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ০২.১১.২০২৩ গ) ২০,৬৯,৩২৪.০০ টাকা ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

আর.এস. প্লট নং	আর.এস. খতিয়ান নং	জমির পরিমাণ (ডেসি.)	আর.এস. প্লট নং	আর.এস. খতিয়ান নং	জমির পরিমাণ (ডেসি.)
205	119	3.25	33	119	1.11
148	119	1.1479	216	119	0.666
163	256	14	218	119	1.333
207	297	11.11	159/943	119	0.444
219	597	1.245	152	119	0.225
41	597	5	150	119	2.205
101	597	1.666	147	119	0.415
161	65	0.055	146	119	2.333
162	65	0.055	212/947	119	0.444
176	65	4.444	156	183/1	6
176/916	65	0.277	155	183/1	0.666
103	65	2	212/960	183/1	0.333
160	65	0.055	217	183/1	2
102	65	1.667	211/959	119	1.466
179	293	6.667	146/912	119	2.127
113	293	1.5	211/951	119	0.074
365	293	1	211/954	119	0.333
165	183/1	6.478	158	119	3.703
352	183/1	3.556	159	119	1.667
38	183/1	2	177	119	0.833
39	183/1	2.333	143/909	119	0.222
40	183/1	6.333	143/911	119	0.444
143/910	183/1	0.074	159/913	119	2.666
175	183/1	0.555	159/914	119	1.667
178	183/1	0.555	211/957	119	0.074
149	88	4.666	10	183/1	0.444
31	352	2.666	145	119/1	2.222
32	119	2.444			

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : কাঁচা সড়ক, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ : ০৫.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ছত্তিশগড়ে ভোটপ্রচারে কংগ্রেসকে খোঁচা মোদির

রায়পুর, ৪ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে ভোটপ্রচারে গিয়ে আরও এক বার দুর্নীতি নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছত্তিশগড়ের শাসকদলকে কটাক্ষ করে মোদির অভিযোগ, মহাদেবের নামে লুট করতেও ছাড়ছে না কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, 'মহাদেব বেটিং অ্যাপ' সংক্রান্ত তদন্তে জড়িয়ে গিয়েছে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বঘেলের নামও। ভোটমুখী ছত্তিশগড়ে বিষয়টিকে হাতিয়ার করে কংগ্রেসকে আক্রমণ করার কোনও সুযোগই হাতছাড়া করতে চাইছে না বিজেপি।

শনিবার ছত্তিশগড়ে দুর্গ এলাকার একটি প্রচারসভায় মোদি উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, 'এই রাজ্যের কংগ্রেস সরকার আপনাদের লুট করতে কোনও সুযোগই ছাড়ছে না। এমনকী মহাদেবের নামে লুট করতেও ছাড়ছে না তারা।' এর পাশাপাশি, দুর্নীতিগ্রস্তদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মোদি বলেন, 'যাঁরা ছত্তিশগড়কে লুট করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতি পয়সার হিসাব তাঁদের থেকে বুঝে নেওয়া হবে।' প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানান যে, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে এই ধরনের দুর্নীতির উপযুক্ত তদন্ত হবে এবং অপরাধীদের জেলে পাঠানো হবে। ভোট পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, দুর্নীতি নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করার পাশাপাশি 'মহাদেবকে ব্যবহার করা'র অভিযোগ তুলে হিন্দুত্বের অস্ত্রেও শান দিতে চেয়েছেন মোদি।

ঝালরাপাটন থেকে মনোয়নয় জমা বসুন্ধরা রাজের

জয়পুর, ৪ নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি প্রার্থী বসুন্ধরা রাজে। রাজস্থানের রাজনীতির এই হেভিওয়েট নেত্রীকে ঝালরাপাটন থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। বসুন্ধরার মনোনয়ন জমার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। বসুন্ধরার মনোনয়ন জমার ছবি তিনি পোস্ট করেছেন নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে। সেই টুইটে প্রহ্লাদ লিখেছেন, 'রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির সিনিয়র নেতা বসুন্ধরা রাজে ঝালরাপাটন থেকে তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সে সময় অন্যান্য সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম।'

মনোনয়ন জমার পর ঝালাওয়ারে একটি জনসভা করেছেন বসুন্ধরা রাজে। সেখান থেকে নিজের অবসরের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সাফ জানিয়েছেন, 'আমি কোথাও যাচ্ছি না।' ঝালোয়ারে উন্নয়নের ঢালাও প্রশংসা করেন বসুন্ধরা। দাবি করেন, গত তিন দশকে রাস্তা, জল, বিমান এবং রেলপথে পরিবহণে ব্যাপক বদল এসেছে। এখানে বিনিয়োগে আগ্রহী শিল্পপতিরা। দলের একাংশের গলার কাঁটা রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনতার দরবারে গেরুয়া শিবিরের হয়ে বার্তা দেন। তাঁর কথায়, জনতা বিজেপির পাশে থাকলে সব ক্ষেত্রে দেশের এক নম্বর রাজ্য হয়ে উঠবে রাজস্থান। পাশাপাশি বেকারত্ব এবং সরকারি নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রশ্নে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীকে। তিনি বলেছেন, 'বসুন্ধরা বিপুল মার্জিনে জয়ী হবেন। এবং বিজেপি রাজস্থানে স্থায়ী সরকার গঠন করবে। দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন নিয়ে রাজস্থানে সরকার করবে বিজেপি।'

রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন হবে ২৫ নভেম্বর। সে রাজ্যের বিধানসভায় মোট আসন সংখ্যা ২০০। মূলত কংগ্রেস এবং বিজেপি-র মধ্যেই লড়াই হবে সে রাজ্যে। রাজস্থানের মসনদ থেকে কংগ্রেসকে হঠাতে চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১০০ আসন জিতেছিল কংগ্রেস। বিজেপি জিতেছিল ৭৩টি আসনে।

নৌসেনার হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত ১ কর্মী

কোচি, ৪ নভেম্বর: নৌসেনার চেতক হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল কোচির আইএনএস গুরুদা রানওয়েতে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক জনের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। ঠিক কোন কারণে দুর্ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে নৌসেনার তরফে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নৌসেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুর্ঘটনা ঘটেছে আইএনএস গুরুদা রানওয়েতে। যেটি রয়েছে কোচির কাছে উইলিংডন দ্বীপে নৌসেনার নিযস্ব বিমাবন্দরে। ঘটনার সময় ওই কপ্টারে দুজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে নৌসেনার তরফে জানানো হয়েছে, কোচির আইএনএস গুরুদা রানওয়েতে চেতক হেলিকপ্টারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক নৌসেনা কর্মীর। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অতীতে নৌসেনার মিগ বিমান বারবার ভেঙে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মৃত্যু হয়েছে বহু সেনা আধিকারিকের। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে মিগের প্রযুক্তি নিয়ে। এবার নৌসেনার প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত চেতক হেলকপ্টর নিয়েও প্রশ্ন উঠল।

পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা, মৃত ৯

ইসলামাবাদ, ৪ নভেম্বর: পাঠানকোটের কায়দায় পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা। রক্তাক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের মিয়াঁওয়ালির পাক ফৌজের এই ঘাঁটি। শেষ পাওয়া খবর মোতাবেক, সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জেহাদির। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-জেহাদ জঙ্গি সংগঠন।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শনিবার ভোরে পাঞ্জাব প্রদেশের মিয়াঁওয়ালির বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় ফিদায়ে জঙ্গিদের একটি দল। হামলার বিষয়ে পাক সেনার তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোরে সন্ত্রাসীদের হামলার মুখে পরে মিয়াঁওয়ালির বায়ুসেনা ঘাঁটি। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বড় নাশকতার ছক বানচাল করে দেন পাক জওয়ানরা। হামলাকারীদের সঙ্গে তীব্র গুলির লড়াই শুরু হয় তাঁদের। ৩ জঙ্গিকে ঘাঁটিতে ঢুকে হামলা চালানোর আগেই খতম করে দেয় পাক সেনা। বাকি জঙ্গিদের নিকেশ করতে এখনও লড়াই করছেন জওয়ানরা। ব্যাপক তল্লাশি শুরু করা হয়েছে ওই এলাকায়। এই ঘটনায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে থাকা তিনটি যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এই হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছে তেহরিক-ই-জেহাদ জঙ্গি সংগঠন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি ভারতের পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। প্রায় ১৮ ঘণ্টা ধরে চলা গুলির লড়াইয়ে মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ৬ ছিলেন নিরাপত্তারক্ষী। একজন সাধারণ নাগরিকও প্রাণ হারান। নিকেশ হয় ৬ হামলাকারী। সেই হামলার ভয়াবহতা আজও ভুলতে পারেনি ভারতবাসী। পাক জঙ্গিগোষ্ঠীর মদতেই ওই হামলা হয়েছিল। এবার সন্ত্রাসবাদের আগুনে নিজের ঘরেই আগুন লেগেছে পড়শি দেশটির।

বলে রাখা ভালো, শুক্রবারই পাকিস্তান ডেরা ইসমাইল খান শহরে পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। যার ফলে মৃত্যু হয় ৫ জনের। আহত হন ২১ জন। তবে এখনও পর্যন্ত ওই হামলায় দায় স্বীকার করেনি কেউ। যে অঞ্চলে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেটি মূলত আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী উপজাতি এলাকা। সেখানে আইন কানুন বা সরকরাী নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। যা অন্য দেশ-সহ পাকভূমেরও বহু ইসলামিক সন্ত্রাসীদের চরণক্ষেত্র। ফলে এদিনও জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হল পাক ভূম।

শনিবারও ঘন ধোঁয়াশায় ঢাকল রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: টানা তিন ধরে মারাত্মক পর্যায়েই ঘোরাফেরা করছে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান। শনিবারেও সেই ছবির কোনও হেরফের হল না। ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল রাজধানী। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকালের রাজধানীর বাতাসের গুণগত মান (একিউআই) ছিল ৫০৪। তবে বাতাসের গতি একটু বাড়ায় দূষণের মাত্রা আগের দিনের তুলনায় সামান্য উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

দিল্লির এই পরিস্থিতি দেখে চিকিৎসকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেক চিকিৎসকেরই আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি বজায় থাকলে বয়স্ক এবং শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট এবং চোখের সমস্যা বাড়বে। তাই এই সময়ে বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দিল্লিবাসীকে। দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছেন, গোটা উত্তর ভারত বায়ুদূষণের সমস্যায় ভুগছে। দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের কাছে আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর তথ্য তুলে ধরে মন্ত্রী গোপাল রাই দাবি করেছেন, দিল্লির দূষণের জন্য ৬৯ শতাংশ দায়ী প্রতিবেশী রাজ্যগুলি। তাঁর কথায়, 'এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা সবরকম পদক্ষেপ করছি। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানার পরিবেশমন্ত্রীরা এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করছেন, সে বিষয়ে কেউ কিছুই জানেন না।'

বায়ুদূষণ ঠেকাতে 'উইন্টার অ্যাকশন প্ল্যান'-এর আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে দিল্লি পুরনিগম। দূষণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে এবং নজরদারি চালাতে ৫২টি দল গঠন করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করেছে তারা। অন্যদিকে, পূর্ত দপ্তর ৬০টি ধোঁয়াশা প্রতিরোধী কামান (অ্যান্টি স্মগ গান) ব্যবহার করছে দূষণের 'হটস্পট'গুলিতে। রাজধানীর এই দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই দোষারোপের পালা শুরু হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মন্ত্রী গোপাল রাই অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর এই দূষণ নিয়ে আরও সক্রিয় হওয়া উচিত। এটি শুধু দিল্লির সমস্যা নয়, এই সমস্যা গোটা উত্তর ভারতের।

মহারাষ্ট্রের ওষুধ কারখানায় আগুন, মৃত ৪

মুম্বই, ৪ নভেম্বর: মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় একটি ওষুধের কারখানায় আগুন লেগে অন্তত চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত চার জন। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ১১টায় একটি ওষুধ সংস্থার কারখানায় আগুন লাগার খবর পায় তারা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। খবর দেওয়া হয় দমকল এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদের। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকেই ওষুধ সংস্থার কারখানাটিতে আগুন লাগে। কারখানায় দাহ্য বস্তু থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

ওষুধ সংস্থার আধিকারিকেরা জানান, বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই কারখানার বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। কারখানায় ব্যারেলের মধ্যে থাকা রাসায়নিক পদার্থের কারণে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তরফে শনিবার জানানো হয়, আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়।

ইজরায়েলি সেনার হামলার শিকার হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স, মৃত ১৫, আহত ৬০

গাজা, ৪ নভেম্বর: গাজার আল-আহলি আরব হাসপাতালে আছড়ে পড়েছিল গোলা। প্রাণ হারিয়েছিলেন পাঁচশোরও বেশি মানুষ। অসামরিক সাধারণ মানুষের উপর হামলার ঘটনায় গোটা পৃথিবীর নিন্দার মুখে পড়েছে ইজরায়েল। যদিও তারা অস্বীকার করেছিল, এই হামলা তারা চালায়নি। এর মধ্যেই ফের তেল আভিভের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল অ্যাম্বুল্যান্সের উপরে বিমান হামলা চালানোর!

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, ইজরায়েলের হামলায় অ্যাম্বুল্যান্সের ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০। সারা রাত ধরে গাজায় নতুন করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা, অভিযোগ তেমনই। এদিকে ইজরায়েলে এসেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব ব্লিঙ্কেন। তিনি সাক্ষাৎ করেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে। আলোচনায় আমেরিকার তরফে ইজরায়েলকে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটার আর্জি জানানো হয়। কিন্তু নেতানিয়াহু জানিয়ে দিলেন, যতক্ষণ না গাজার আটক ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দিচ্ছে হামাস, ততক্ষণ যুদ্ধ থামাবেন না তাঁরা।

উল্লেখ্য, গাজায় ইজরায়েলি হামলায় অন্তত ৯ হাজার ২২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৮২৬ জন শিশু। অন্যদিকে হামাসের হামলায় ইজরায়েলে ১ হাজার ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এই সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে।

মুকেশ আম্বানিকে খুনের হুমকি, গ্রেপ্তার ১৯ বছরের তরুণ

মুম্বই, ৪ নভেম্বর: শিল্পপতি মুকেশ আম্বানিকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৯ বছরের এক তরুণকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, একাধিক বার রিলায়েন্স কর্তাকে হুমকি ইমেল করার। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম গণেশ রমেশ ভানপার্ধি। তেলঙ্গানা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৮ নভেম্বর পর্যন্ত তাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুকেশ আম্বানিকে ইমেল মারফত হুমকি দিয়ে ২০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। পরে ফের একই ঠিকানা থেকে আসে আরও একটি ইমেল। সেখানে বলা হয়, ২০ নয়, ২০০ কোটি টাকা দিতে হবে। অন্যথায় খুন করা হবে রিলায়েন্স কর্তাকে। পরে অন্য একটি মেলে সেই অঙ্ক বাড়িয়ে ৪০০ কোটি করা হয়েছিল। এর পরও আরও দুটি মেল পান মুকেশ আম্বানি। অবশেষে পুলিশের জালে অভিযুক্ত। মুম্বইয়ের এক সিনিয়র পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। এই চক্রান্তের পিছনে আর কারা রয়েছে সবই তাঁরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন।

আমেরিকায় বেড়েছে অবৈধ অনুপ্রবেশ, গত ১বছরে ধৃত প্রায় ৯৬ হাজার ভারতীয়

ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বর: গত পাঁচ বছরে অবৈধভাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা বেড়েছে। আর এই তথ্য সামনে আসতেই জানা গিয়েছে, শুধু গত বছরেই অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন ৯৬,৯১৭ জন ভারতীয়।

২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার কাস্টম অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন যে তথ্য জানিয়েছে তাতে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে এই রেকর্ড সংখ্যক ভারতীয় অবৈধভাবে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সংবাদ সংস্থার খবর, অনুপ্রবেশকারীদের আবার চার ভাগে ভাগ করে মার্কিন প্রশাসন। কারও আশ্রয়ে থাকা নাবালক-নাবালিকা, পরিবারের সঙ্গে অনুপ্রবেশ, একা বয়স্ক এবং সঙ্গীহীন শিশু। ২০১৯-২০ সালে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন ১৯,৮৮৩ জন। ২০২০-২১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৩০,৬৬২। ২০২১-২২ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৩,৯২৭ জন। গত বছর অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া ভারতীয়দের মধ্যে ৩০,০১০ জন কানাডা সীমান্ত দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে কানাডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনি ভাবে ঢুকতে গিয়ে নৌকোডুবিতে প্রাণ হারান এক ভারতীয় পরিবার-সহ মোট ৮ জন। যার মধ্যে দুই শিশুও ছিল। কানাডা পুলিশের তরফে জানানো হয়, সেন্ট লরেন্স নদী পার হয়ে কানাডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা।

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

1ST CORRIGENDUM

In partial modification of **NIeQ No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-38/2023-24** for **"Supplying and delivery of materials at site under different wards under Krishnanagar Municipality."** in Bid Submission closing date & Bid Opening date will be extended up to **07/11/2023, 13:00 Hrs.** & **09/11/2023, 13:30 Hrs.** respectively. **Tender Id: 2023_MAD_596003_1.**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol

Notice Inviting Quotation

Quotation Notice No. Q-254/PW/Eng/2023 dated 02-11-2023
Quotation Notice No. Q-255/PW/Eng/2023 dated 02-11-2023
Memo No. 1331/PW/Eng/2023 dated 02-11-2023
Memo No. 1332/PW/Eng/2023 dated 02-11-2023

Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**

For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 143, KOLKATA, SUNDAY, 5 NOVEMBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ৫ নভেম্বর ২০২৩

আজ ইডেনে শীর্ষে থাকার লড়াই

বিরাটের জন্মদিনে স্তব্ধ হতে পারে তিলোত্তমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইডেনে রবিবার ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। টিকিটের কালোবাজারি সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। টিকিটের দাম চড়চড় করে বাড়ছে। কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই একাধিক জনকে গ্রেফতার করেছে। যাঁরা টিকিট পাননি, তাঁরা হাহাকার করছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে চলেছেন কোনও ভাবে একটি টিকিট পাওয়ার। কিন্তু কেন এই ম্যাচ ঘিরে এত প্রত্যাশা? কারণ এটাই কার্যত বিশ্বকাপের ফাইনাল।

এ বারের বিশ্বকাপে ভারত এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচে হারেনি। যে ফর্মে তারা রয়েছে, তাতে এক নম্বরে থেকে যেতে পারেন রোহিত শর্মারা। যদি ভারত দু'নম্বরে নেমে যায়, তা হলে এক নম্বর জায়গাটা দখল করার সুযোগ সব থেকে বেশি দক্ষিণ আফ্রিকার। অর্থাৎ এক বনাম চার এবং দুই বনাম তিন নম্বর দলের সেমিফাইনালের নিয়মে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত খেলতে পারে আবার ফাইনালেই। তার আগে রবিবারের ম্যাচেই হয়ে যাবে 'স্টেজ রিহার্সাল'।

এ বারের বিশ্বকাপে ভারতকে প্রথম থেকেই ফাইনালে ওঠার দাবিদার বলা হচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়াকে চেন্নাইয়ের মাঠে ৬ উইকেটে হারিয়ে শুরু করে সেই দাবি আরও জোরালো করে দিয়েছিলেন রোহিতেরা। ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে ১৯৯ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল স্টিভ স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন সমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। সেই ম্যাচে ৮৫ রান করেন বিরাট কোহলি। ৯৭ রানে অপরাজিত ছিলেন লোকেশ রাহুল। জয়ের সেই শুরু। যত ম্যাচ গড়িয়েছে, ভারতকে তত ভয়ঙ্কর দেখিয়েছে।

দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত জিতেছিল ৮ উইকেটে। রোহিত ১৩১ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁর সেই বিধ্বংসী ইনিংস ভারতের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে তুলে দেয়। পরের ম্যাচই ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। যে ম্যাচ ঘিরে বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকে আগ্রহ ছিল। ভারত সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে যে উড়িয়ে দেবে তা ভাবাই যায়নি। কিন্তু পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ১৯১ রানে। ভারতীয় বোলারেরা পাকিস্তানের ইনিংস শেষ করে দেন ৪২.৫ ওভারে। দলগত পারফরম্যান্সের নিদর্শন ছিল সেই ম্যাচ। এর পর বাংলাদেশ (৭ উইকেটে জয়), নিউ জল্যান্ড (৪ উইকেটে জয়), ইংল্যান্ড (১০০ রানে জয়) এবং শ্রীলঙ্কাও (৩০২ রানে জয়) ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। এমনকি বিশ্বকাপের মাঝে হার্দিক পাণ্ড্য চোট পাওয়ার পরেও দলের কোনও বড় ক্ষতি হয়নি। কোনও এক জনের উপর নির্ভরশীল নয় এই ভারত। সব ব্যাটার রানের মধ্যে রয়েছেন, পেস এবং স্পিন বিভাগ সমান ভাবে সফল। ভারতকে কি আদৌ হারানো সম্ভব?

পারলেও পারতে পারে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু যে দল নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে, তারা কি ভারতের বিরুদ্ধে পারবে? পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে, যে দল এ বারের বিশ্বকাপে সাতটি ম্যাচের মধ্যে চার বার ৩৫০ রানের গণ্ডি পার করে, তার মধ্যে এক বার ৪২৮ রান করে, তারা তো যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার হার নেহাতই অঘটন। বাকি দলগুলির বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার দাপট রোহিতদের চাপ তৈরি করার মতোই।

এ বারের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ম্যাচ ছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই ৪২৮ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। একই ম্যাচে শতরান করেছিলেন কুইন্টন ডি'কক, রসি ভান ডের ডুসেন এবং এডেন মার্করাম। পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩১১ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়া শেষ হয়ে যায় ১৭৭ রানে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা তোলে ৩৯৯ রান। সেই ম্যাচটি প্রোটিয়াবাহিনী জেতে ২২৯ রানে। বাংলাদেশ (১৪৯ রানে জয়), পাকিস্তান (১ উইকেটে জয়) এবং নিউ জল্যান্ডও (১৯০ রানে জয়) দাঁড়াতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এই লড়াই এখন আর শুধু দু'টি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পৌঁছে গিয়েছে ব্যক্তিগত স্তরেও। এ বারের বিশ্বকাপে সব থেকে বেশি রানের তালিকায় এখন শীর্ষে ডি'কক। সাত ম্যাচে ৫৪৫ রান করেছেন। চারটি শতরান করে ফেলেছেন এ বারের প্রতিযোগিতায়। তাঁকে তাড়া করছেন বিরাট কোহলি। সাত ম্যাচে তিনি করেছেন ৪৪২ রান। বিরাটের শতরানের সংখ্যা একটি হলেও অর্ধশতরান চারটি। গড় ৮৮.৪০। তাঁর মতো ধারাবাহিক ব্যাটার এ বারের বিশ্বকাপে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রানের বিচারে খুব একটা পিছনে নেই ভারতের রোহিত (৪০২) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মার্করামও (৩৬২)।

ব্যাটিংয়ের মতো ব্যক্তিগত লড়াই দেখা যাচ্ছে বোলিংয়েও। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সব থেকে বেশি উইকেট নিয়েছেন মার্কো জানসেন। সাত ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ১৬টি উইকেট। তাঁর থেকে এক উইকেট কম যশপ্রীত বুমরার। ভারতের অন্য পেসার মহম্মদ শামি নিয়েছেন ১৪টি উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ড কোয়েটজও নিয়েছেন ১৪টি উইকেট। পিছিয়ে নেই কাগিসো রাবাডা (১১) এবং কুলদীপ যাদবও (১০)।

দলগত হোক বা ব্যক্তিগত, এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছে না কেউ। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা লড়াইয়ের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে পয়েন্ট তালিকায় দুই দল এক এবং দুই নম্বর স্থানে থাকায়। ভারত সাতটি ম্যাচের সাতটিতেই জিতে ১৪ পয়েন্ট পেয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা একটি ম্যাচ হারায় পেয়েছে ১২ পয়েন্ট। কিন্তু নেট রানরেটে তারা ভারতের থেকে এগিয়ে। ফলে ইডেনে যদি ভারতকে হারিয়ে দিতে পারেন ডি'ককেরা, তা হলে এক নম্বর হয়ে সেমিফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পাবেন তাঁরা। অন্য দিকে, ভারত জিতলে এক নম্বর জায়গাটা কার্যত পাকা করে ফেলবে। কারণ রোহিতদের শেষ ম্যাচ দুর্বল নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেখানে খেলতে হবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। যারা এ বারের বিশ্বকাপে বেশ কিছু ম্যাচে বড় দলকে বেগ দিয়েছে।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৭	৭	০	১৪
দঃ আফ্রিকা	৭	৬	১	১২
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৮
নিউ জিল্যান্ড	৮	৪	৪	৮
পাকিস্তান	৮	৪	৪	৮
আফগানিস্তান	৭	৪	৩	৮
শ্রীলঙ্কা	৭	২	৫	৪
নেদারল্যান্ডস	৭	২	৫	৪
বাংলাদেশ	৭	১	৬	২
ইংল্যান্ড	৬	১	৫	২

শেষ পর্যন্ত হার্দিক পান্ডিয়া ছিটকেই গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাঙ্কেলের চোট সারিয়ে বিশ্বকাপে ফেরা হলো না হার্দিক পান্ডিয়ার। এই চোটে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন ভারতের অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে চার ম্যাচ খেলেছেন পান্ডিয়া। চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে চোট পেয়েছিলেন অ্যাঙ্কেলে।

এরপর চোট খুব একটা গুরুতর নয় শোনা গেলেও বাস্তবে ভিন্ন ঘটনাই দেখা গেল। সেই চোট সারিয়ে সময়মতো সেরে উঠতে পারেননি পান্ডিয়া। তাঁর বদলি হিসেবে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা। বিশ্বকাপের টেকনিক্যাল কমিটি ভারত দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন দিয়েছে।

পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে বোলিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন পান্ডিয়া। বোলিংয়ের ফলো-থ্রুতে পা দিয়ে বল ঠেকাতে গিয়ে এই চোট পেয়েছিলেন। স্ক্যান করানোর পর প্রথমে পরের দুই ম্যাচে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তখন জানানো হয়েছিল, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরতে পারেন পান্ডিয়া।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছে, পান্ডিয়ার এই চোট স্রেফ পা মচকে যাওয়া এবং গুরুতর কিছু নয়। লক্ষ্ণৌ (ইংল্যান্ড) ম্যাচের আগেই তাঁর ফিট হয়ে যাওয়া উচিত।

আর এ কারণে তাঁর বিকল্প হিসেবে কারও নাম ঘোষণার কোনো পরিকল্পনা নেই তাদের।

তবে শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচে আর তাঁর ফেরা হয়নি। এরপর ২ নভেম্বর শ্রীলঙ্কা ও ৫ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে পান্ডিয়াকে পাচ্ছে না ভারত, এমন খবর দিয়েছিল ইএসপিএন ক্রিকইনফো। আর শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপেই আর দেখা যাচ্ছে না পান্ডিয়াকে। দলে পান্ডিয়ার অভাব পূরণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর জায়গায় সূর্যকুমারকে একাদশে নেয় ভারত।

দলে সুযোগ পাওয়া প্রসিধ পান্ডিয়ার মতো ততটা অভিজ্ঞ নন। খেলেছেন মাত্র ১৭ ওয়ানডে। ১৭ ওয়ানডেতে প্রসিধের উইকেট ২৯টি। বিশ্বকাপের আগে হওয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলেছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমির আশা বাঁচিয়ে রাখল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার আগপর্যন্ত পাকিস্তানের সামনে ছিল রেকর্ড রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। বিশ্বকাপে সাড়ে তিন শর বেশি রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড নেই,কিন্তু ওভারপ্রতি ৮,এর বেশি রান তুলে ৪০১ পেরিয়ে যেতে হতো বাবরদের। আর সেটি করা না গেলে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যেত আজই।

এমন অসীম চাপের রান তাড়ায় দ্বিতীয় ওভারেই কেইন উইলিয়ামসনের দারুণ ক্যাচের শিকার হন আবদুল্লাহ শফিক। তিনে নামা বাবর আর ফখর জামান প্রথম দিকে দেখেশুনে খেলায় মনোযোগ দেন। তবে রান রেট বেড়ে যেতে থাকায় খুব বেশি ওভার ঝুঁকিবিহীন শট খেলার সুযোগ ছিল না।

পঞ্চম ওভার ট্রেন্ট বোল্টকে চার ও ছয় মেরে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের শুরুটা করেন ফখর। একই ওভারে চার মেরে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে যোগ দেন বাবরও। এই জুটিই পাকিস্তানের রান অষ্টম ওভারে ৫০ আর ১৫তম ওভারে ১০০,তে নিয়ে যান। ২০তম ওভারের মধ্যে ব্যক্তিগত শতক পূর্ণ করে নেন ফখরও। ৬৩ বলে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পথে ছয়ই হাঁকান ৯টি।

রান তাড়ায় পাকিস্তান যখন ভালো ছন্দ পেয়ে গেছে, তখনই বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। দুই ঘণ্টা খেলা বন্ধের পর যখন শুরু হয়, পাকিস্তানের সামনে পরিবর্তিত লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪১ ওভারে ৩৪১ রানের। ফখর,বাবর মিলে ৪ ওভারে ৪০ রান তুলে নেওয়ার পর আবারও বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় পাকিস্তানের রান ছিল ২৫.৩ ওভারে ১ উইকেটে ২০০, যা ডিএলএস পদ্ধতি অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডের ২১ রান বেশি। ফখর অপরাজিত ৮১ বলে ১২৬ রানে, বাবর ৬৩ বলে ৬৬ রানে।

শেষ পর্যন্ত খেলা আর শুরু না হওয়ায় ২১ রানেই ম্যাচ জিতে যায় পাকিস্তান। বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ৪০০ রান তুলেও নিউজিল্যান্ডকে মাঠ ছাড়তে হয় হার নিয়ে। এ নিয়ে সর্বশেষ চার ম্যাচেই হারল কিউইরা।

অথচ রাচিন রবীন্দ্রের তৃতীয় শতক (১০৮) আর চোট কাটিয়ে ফেরা উইলিয়ামসনের ৯৫ রানের ইনিংসে ভর করে ভালো সংগ্রহই গড়েছিল নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেটে এ দুজন যোগ করেন ১৪১ বলে ১৮০ রান। ১১ থেকে ৪০;মাঝের এই ৩০ ওভারে এ দুজনের সৌজন্যে ৩ উইকেটে ২৪১ রান তোলে নিউজিল্যান্ড, যা এবারের আসরে দলটির সর্বোচ্চ। শেষ ১০ ওভারে গ্লেন ফিলিপস আর মিচেল স্যান্টনারদের সৌজন্যে যোগ হয় আরও ৯৪ রান। দিন শেষে ব্যাটিংয়ের এই অর্জন নিউজিল্যান্ডের রান রেটই শুধু বাড়াতে পেরেছে। ম্যাচ জিতে দুই পয়েন্ট নিয়ে গেছে পাকিস্তান।

মেসি, সুয়ারেজ জুটি দেখা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুঞ্জনটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। লিওনেল মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে আবার জুটি গড়বেন লুইস সুয়ারেজ। এবার মায়ামির সঙ্গে সুয়ারেজের চুক্তির শর্তে একমত হওয়ার খবরও সামনে আসল। খবরটি জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন। খবর সত্যি হলে আগামী মৌসুমে একসঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে খেলতে দেখা যাবে মেসি-সুয়ারেজকে।

গত মাসে সুয়ারেজের বর্তমান ক্লাব গ্রেমিও ছাড়ার কথা নিশ্চিত করেছিলেন ক্লাবটির বর্তমান কোচ রেনাতো গাউচো। তিনি সে সময় জানান ব্রাজিলিয়ান সিরি 'আ'র মৌসুম শেষ করেই ক্লাব ছাড়বেন সুয়ারেজ। যদিও উরুগুইয়ান তারকার দুই বছরের চুক্তির অর্ধেকটা এখনো বাকি।

গত ডিসেম্বরে দুই বছরের জন্য গ্রেমিওর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন সুয়ারেজ। এদিকে ইএসপিএন জানিয়েছে, মায়ামির সঙ্গে এক বছরের চুক্তিটি পরে আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকবে সুয়ারেজের। মেসি ছাড়াও মায়ামিতে পুরোনো দুই সতীর্থ জর্দি আলবা এবং সের্হিও বুসকেতসকে পাবেন লিভারপুলের সাবেক স্ট্রাইকার। এর আগে বার্সেলোনায় দুর্দান্ত এক জুটি গড়েছিলেন মেসি-সুয়ারেজ। এ জুটিতে একাধিক শিরোপাও জেতে বার্সা। ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মেসি-সুয়ারেজ জুটি ৪টি লা লিগার সঙ্গে ১টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপাও জিতেছিল। শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে মেসি-সুয়ারেজের। ছুটি পেলেই দুই বন্ধু মিলিত হন পরিবারসহ, একসঙ্গে ঘুরতেও যেতেন তাঁরা। তাই মেসি মায়ামিতে যাওয়ার পর থেকেই সুয়ারেজকে নিয়ে শোনা যাচ্ছিল সেখানে নাম লেখানোর গুঞ্জন।

গত জুনে অবশ্য মায়ামিতে যাওয়ার খবর উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুয়ারেজ নিজেই। তখন তিনি বলেছিলেন, 'এটা অসম্ভব। আমি গ্রেমিওতে খুব ভালো আছি। এখানে আমার ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত চুক্তি আছে।'

এরপর গত জুলাইয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমরা একসঙ্গে অবসর নেওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমরা যখন বার্সেলোনায় ছিলাম, এটা (একসঙ্গে অবসর নেওয়া) নিয়ে পরিকল্পনা করেছি। এরপর আমি যাই আতলেতিকোয়, সে যায় পিএসজিতে। সেই সময়ই আমরা যুক্তরাষ্ট্রে যাব বলে পরিকল্পনা করি। কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছিল না।' গত মাসে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও সুয়ারেজকে নিয়ে ক্লাবের আগ্রহের খবর নিশ্চিত করেছিলেন।

উরুগুয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার সুয়ারেজ জাতীয় দলের হয়ে ১৩৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৬৮ গোল করেছেন। এ মৌসুমে গ্রেমিওর সর্বোচ্চ গোলদাতাও ছিলেন সুয়ারেজ। ৩১ ম্যাচে ১০ গোলের সঙ্গে ১০টি সহায়তাও আছে তাঁর।

বদলেছেন রোহিত, বদলে দিচ্ছেন ভারতের ব্যাটিংও

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'লেজি এলিগেন্স' বিশেষণটা রোহিত শর্মার একদম পছন্দ নয়। কিন্তু ভারতীয় অধিনায়কের ব্যাটিং বর্ণনা করতে গিয়ে ধারাভাষ্যকার, বিশ্লেষক বা ক্রিকেট পণ্ডিতেরা ঘুরেফিরে এ শব্দ দুটিই ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে এর সঙ্গে 'ইজি অন দ্য আই' অথবা 'হি হ্যাজ অ্যা লট অব টাইম' কথাটাও জুড়ে দেন। এই অপ্রিয় কথাগুলো রোহিত শুনছেন সেই ছোটবেলা থেকে। এসব যতবারই কানে আসে, ততবারই নাকি রোহিতের মেজাজ বিগড়ে যায়। তাঁর যুক্তি, 'আমি যা অর্জন করেছি, তার জন্য কষ্ট করতে হয়েছে। পরিশ্রম ছাড়া কিছুই হয়নি।'

রোহিতের ক্যারিয়ারই সেই পরিশ্রমের প্রতিচ্ছবি। তা না হলে রাতারাতি কেউ গড়পড়তা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান থেকে বিশ্বসেরা ওপেনার হয়ে যায় নাকি! এক-দুই মৌসুমের জন্য নয়, এক যুগ ধরে ওয়ানডে ক্রিকেটে রোহিতের ধারেকাছে কেউ নেই। রোহিতের বিশ্বকাপ রেকর্ডের কথা তো নাই,বা বললাম। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে শতকের সংখ্যায় তিনি ছাড়িয়ে গেছেন শচীন টেন্ডুলকারকে। টেন্ডুলকার বিশ্বকাপ খেলেছেন ছয়টি, এই বিশ্বকাপের রোহিত তৃতীয়।

এত দ্রুত কীভাবে রোহিত এত দূর এলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রোহিতের ক্যারিয়ারের শুরুতে যেতে হবে। ২০০৭ সালে ওয়ানডে ক্যাপ পাওয়া রোহিত মিডল অর্ডারে খেলেছেন ২০১২ সাল পর্যন্ত। এই সময়টায় ৮৬ ম্যাচ খেলে রোহিতের রান ১৯৭৮, গড় ৩০.৪৩, স্ট্রাইক রেট ৭৭.৯৩। সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই কোনো ভবিষ্যৎ তারকার আভাস দেয় না। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই গড়পড়তা পারফরম্যান্সের পরও 'প্রতিভাবান' কোটায় দলে জায়গা হচ্ছিল রোহিতের। সে সময় থিতু হয়ে আউট হওয়ার প্রবণতা রোহিতকে বড়ই ভুগিয়েছে। সেটি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথম ২০ বলে আউট না হওয়ার চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে ব্যাটিং করতেন তিনি। শুরুর স্নায়ুর পরীক্ষাটা উতরে গেলেই শটের ভান্ডার খুলে বসতে বাঁধা নেই রোহিতের। ২০১৩ সালে তখনকার ভারতীয় অধিনায়ক এমএস ধোনি যখন রোহিতকে উদ্বোধনে পাঠালেন, তখন থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন এক অধ্যায়ের শুরু। পরের গল্পটা রেকর্ড ঘাঁটলেই দেখতে পাবেন। ১০৫১৪ ওয়ানডে রানের মালিক রোহিতের ৮৫৩৬ রানই এসেছে ওপেনিংয়ে, গড় (৫৭.২৮) আর স্ট্রাইক রেটও (৯৫.১৮) সাদা বলের কিংবদন্তিতুল্য।

কালেভদ্রে জ্বলে ওঠা তরুণ ব্যাটসম্যান থেকে রোহিতের অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতা অর্জনের পেছনে শক্ত ভিত্তি ছিল ওই ২০ বলের চ্যালেঞ্জ। শুরুতে ধরে খেলে ধীরে ধীরে রানের গতি বাড়ানো; ঝুঁকিহীন এই ওয়ানডে ব্যাটিং রোহিতের ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করছিল ঠিকই। কিন্তু দল বড় কোনো ট্রফি জিততে পারছিল না। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের কথাই ধরুন। ৯ ম্যাচের ৯ ইনিংসে ব্যাট করে রোহিত ৫টি শতক ও ১টি অর্ধশতকে রান করেছেন ৬৪৮। বিশ্বকাপে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। কিন্তু সেই বিশ্বকাপে রোহিতের শতক উদ্‌যাপনে উদ্বাহু ছবির চেয়ে বেশি স্মরণীয় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ম্যানচেস্টারের ড্রেসিংরুমের কাচে মাথা ঠেকিয়ে কান্নার ছবিটি। বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্সের পর দলকে শিরোপা জেতাতে না পারার কষ্টটা সেই ছবিতে স্পষ্ট।

একই কষ্টের পুনরাবৃত্তি হোক, রোহিত নিশ্চয়ই তা চাইবেন না। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রোহিতকে ভারতের তিন সংস্করণের অধিনায়ক করা হয়। নেতৃত্ব পেয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে আরও নতুন একটি অধ্যায়ের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন রোহিত। সেটা কীভাবে? কোহলির যুগে ভারত সাদা বলের খেলাটা খেলত নিরাপদ ধাঁচে। ভারত তাতে সাফল্যও পাচ্ছিল। কিন্তু বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ট্রফি জিততে এমন কিছু দরকার, যা অন্য দলের নেই। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ড দলে ছিল সে ব্যতিক্রমী শক্তি। ওভারপ্রতি ছয়ের বেশি রান রেটে ব্যাটিং করা ইংল্যান্ডের ধারেকাছে কেউ ছিল না বললেই চলে।

২০১৯ সালের পর ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ধরন অনুকরণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। দ্রুত রান করার মতো ক্রিকেটার থাকায় খুব দ্রুতই বদলে যাওয়া সাদা বলের খেলার ধরনটা ধরতে পেরেছে এই দুটি দল। রোহিত ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় নেতৃত্বে আসার পর সে পথে এগিয়েছে ভারতও। আর নিজের খেলার ধরন বদলে রোহিতই দেখিয়েছেন সেই পরিবর্তনের পথ। ইনিংসের শুরুতে যেই রোহিত খেলতেন দেখেশুনে, তিনিই এখন বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ভারতকে এনে দিচ্ছেন উড়ন্ত সূচনা।

রোহিতের গত দুই বছরের পরিসংখ্যানেই আছে তার প্রমাণ। গত দুই বছরে ৩০ ইনিংসে ব্যাটিং করা রোহিত রান করেছেন ১৩০৯, গড় ৫০.৩৪। রোহিতের ক্যারিয়ার স্ট্রাইক রেট যেখানে ৯১.৩৭, গত দুই বছরে তা ১১৩.৬২।

সর্বশেষ কোনো অধিনায়ককে পাওয়ার প্লেতে এমন বিস্ফোরক ব্যাটিং করতে দেখা গেছে ২০১৫ সালে, ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে। সেই বিশ্বকাপে ম্যাককালামের পাওয়ার প্লে স্ট্রাইক রেট ছিল ১৬৩। এই বিশ্বকাপে রোহিতের স্ট্রাইক রেট ওপেনারদের মধ্যে সর্বোচ্চ (১২০)। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ছক্কাও (২০) রোহিতের।

রোহিত নিজেকে বদলেছেন। সেটি করতে গিয়ে হয়তো বদলে দিচ্ছেন ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটও। বিশ্বকাপের মঞ্চ বলেই হয়তো এর প্রভাব জাতীয় দলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে যাবে পুরো ভারতীয় ক্রিকেটে। পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয় ওপেনাররাও হয়তো রোহিতের দেখানো পথে হাঁটবেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**